রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা

Taj Tahir Foundation

আসল! আসল! আসল!

রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা

—ঃ যাত্রাভিনয় ঃ—

(Rahim Badsah-and beautiful girl)

"RAHIM BADSHAH-O-RUPBAN KONNA"

by— A. K. M. MONIRUL HAQUE

রচনায় ঃ

এ, কে, এম, মনিরুল হক

Taj Tahir Foundation

প্রাপ্তিস্থান ঃ

শহীদ পাবলিশিং

৭১ নং ইসলামপুর রোড ;

ঢাকা—১

মূল্য ঃ ১.৫০ পয়সা

চরিত্র লিপি

পুরুষগণ

নেকবর বাদশা	জহুরী নগরাধিপতি
রহিম	ঐ পুত্র
উজির	ঐ মন্ত্রী
দারোয়ান (১ম)	ঐ বিশ্বস্ত দেহরক্ষী
দারোয়ান (২য়)	ঐ পাঞ্জাবী দারোয়ান
ওমর সুলতান	সুলতানাবাদের বাদশাহ
মাষ্টার	সুলতানাবাদ রাজবাড়ীর স্কুলের শিক্ষক
খালেক	ছাত্র
মালেক	ছাত্র
বেচকচাঁদ	ছাত্র
জয়া	জ্যোতিষ
বিজয়া	ঐ
কেষ্টা	ঐ চাকর

বিবেক, মাঝী, দরবেশ, মাঝি, ফেরীওয়ালা, মোড়ল, জহুরী, প্রহরী, সৈন্য, পালোয়ান, শিকারী প্রভৃতি।

নারীগণ

রাণী	নেকবর বাদশার বেগম
রূপবান	ঐ পুত্রবধূ
জাহানারা	সুলতানাবাদের রাণী
দাইমা	রাজবাড়ীর ধাত্রী
মালী	মালিনী
কাঁজল কন্যা	সুলতানাবাদের রাজকন্যা

দাসী, সখী, মালিনী ও নর্তকীগণ।

Taj Tahir Foundation

রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[প্রথম দারোয়ান, কান্তমালী, দ্বিতীয় দারোয়ান, বিবেক]

(বাদশাহ্ উপবিষ্ট, মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী : বন্দেগী জাহাপনা।

বাদশা : আসন গ্রহণ করুন মন্ত্রীবর! আজ প্রায় সাতদিন গত হল, কিন্তু কান্তমালী ঝাড়ু দিতে আসছে না কেন?

মন্ত্রী : কান্তমালী ঝাড়ু দিতে আসে না! (দাঁড়িয়ে) আচ্ছা এখনি আমি জিজ্ঞেস করে দেখি। এই কে আছিস?

দারোয়ান : কি আদেশ হুজুর?

মন্ত্রী : যাও, কান্তমালীকে নিয়ে এস।

দারোয়ান : আপনার আদেশ শিরোধার্য।

[দারোয়ানের প্রস্থান ও ক্ষণপরে মালীকে নিয়ে পুনঃ প্রবেশ]

মালী : সালাম হুজুর। এই হতভাগাকে কেন তলব করেছেন জাহাপনা।

বাদশা : (উত্তেজিত ভাবে) কান্তমালী! সত্য করে বল, আজ সাতদিন তুমি রাজদরবার ঝাড়ু দিতে আসছ না কেন?

Taj Tahir Foundation

মালী : বান্দার গোস্তাখী মাফ হউক। কি বলব জাহাপনা, যদি অভয় দে.. তাহলে বলি।

বাদশা : আমি অভয় দিচ্ছি, তোমার কোন ভয় নেই, মনের কথা তুমি অকপটে খুলে বল।

মালী : (কাঁপতে কাঁপতে) কি বলব জাহাপনা, যে-দিন থেকে আমি আপ..ব এখানে চাকরী নিয়েছি, সেদিন থেকে পদে-পদেই আমার অমঙ্গল। লোকে বলে ঘুম হতে উঠে প্রথমেই তুমি নি:.ন্তান আটকুড়ো বাদশার মুখ দেখ, এই জন্য তোমার এই সব অমঙ্গল। তাই আমার স্ত্রী আজ কয়েকদিন যাবৎ ভোরে কিছু না খেয়ে আমাকে কোথাও বের হতে দেয় না।

মন্ত্রী : কোথায় দারোয়ান ?

দারোয়ান : কেয়া হুকুম, ফরমাইয়ে জনাব!

মন্ত্রী : নিয়ে যাও এই নিমকহারাম শয়তানকে, অন্ধকার কারাগারে রেখে এস, যাও।

(বাদশার দিকে চেয়ে)

মালী : রক্ষা করুন ধর্মাবতার, রক্ষা করুন।

বাদশাহ্ : বৃথা ক্রোধ আপনার মন্ত্রীবর ! আমি কথা দিয়েছি, তার অপরাধ মার্জনীয়। যাক, কাস্তমালী, তুমি মুক্ত।

(মালীর প্রস্থান)

মন্ত্রীবর, অনর্থক জীবন ধারণ আমার। এতবড় রাজ্যের বাদশা আমি, হীরা-জহরত, মণি-মাণিক্য, সিংহাসন

Taj Tahir Foundation

কোন কিছুরই অভাব নেই আমার। কিন্তু এত সব থাকা সত্ত্বেও আমার মত দুঃখী খোদা বোধ হয় দুনিয়াতে আর কাকেও করেন নি। পুত্রতুল্য প্রজাগণও আমাকে নিঃসন্তান, আটকুড়ো বলে ধিক্কার দিচ্ছে। কেমন করে এ মুখ আমি মানুষকে দেখাব? আজ হতে এ রাজমুকুট আপনার শিরে শোভা পাক। আমি আর এই জ্বালাময় রাজত্ব করতে চাই না।

মন্ত্রী : বাদশা নামদার! জাহাপনা।

বাদশা : অনুরোধ কর না বন্ধু! আমি আর রাজ্য-সুখে সুখী হতে চাই না। (প্রস্থান)

গান

বিবেক : মন্ত্রীর হাতে রাজ্য দিয়ে
নেকবর বাদশা যায় চলিয়ে
অবশেষে ঘটবে বিষম জ্বালা
যায় গো বাদশা খোদার কাছে।
এমন বোকা কোথায় অছ॥

মন্ত্রী : দূর হয়ে যা বনের পাগল।

গান

বিবেক : আমায় পাগল বলবি কিসে
তুই তো পাগল হবি শেষে
পাগল হবি রাজ্যের লাগিয়া।

(বলতে বলতে প্রস্থান)

Taj Tahir Foundation

দ্বিতীয় দৃশ্য

[জহুরীনগর রাজবাড়ীর অন্দর মহল। রাণী উপবিষ্টা।
বাদশার প্রবেশ]

বাদশা : শোন রাণী, ধন-ঐশ্বর্য, সিংহাসন সবই রইল, সন্তানহীন মুখ আমি আর কাউকে দেখাতে পারছি না। তাই তোমাদের সকলকে ছেড়ে বনে চলে যাব। দোয়া কর, খোদা যেন আমার আশা পূর্ণ করেন।

[প্রস্থানোদ্যত। রাণী পদতলে বসে গাইবে]

রাণী : গান

যাইও না যাইও না নাথ গো, ও নাথ দাসীরে ছাড়িয়া
হায় গো, কাঁদে দাসী চরণে ধরিয়া ॥
আমাকে ছাড়িয়া গেলে ও নাথ, আসবেন কি ফিরিয়া
হায় গো, কাঁদে দাসী চরণে ধরিয়া ॥
কোন দিকেতে যাইবেন নাথ গো, ও নাথ আল্লাকে স্মরিয়া
হায় গো, কাঁদে দাসী চরণে ধরিয়া ॥

বাদশা : না, না, না, আমি আর তোমাদের মায়ায় ভুলে দিন যাপন কর না। ঐ, ঐ, কে যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, আর বলছে, নেকবর, চলে এস, চলে এস, জঙ্গলেই তোমার মঙ্গল !

(বলতে বলতে প্রস্থান)

Taj Tahir Foundation

রাণী : দয়াময় খোদা! নাথ আমার চলে গেলেন, মনের আশা তার পূর্ণ করে দিও প্রভু। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[বাদশা নদীকূলে এসে পৌঁছলেন। মাঝি গান গাইছে]

গান

মাঝি : কেমনে পাড়ি দিব রে ঢেউ উঠছে সাগরে রে
দিবানিশি কাঁন্দি রে নদীর কূলে বইয়া॥
মন রে যারা ছিল চতুর নাইয়া
তারা গেল আগে বাইয়া রে॥
আমি অধম রইলাম বসে ভাঙা তরী লইয়া রে।

(বাদশার প্রবেশ)

বাদশা : মাঝি ভাই, আমাকে পার করে দাও।

মাঝি : একি জাঁহাপনা, আপনার এ বেশ কেন?

বাদশা : মাঝি ভাই, আমাকে আর জাঁহাপনা বলে সম্বোধন কর না। আমি যে আজ পথের ভিখারী।

মাঝি : কেন জাহাপনা, আপনার কি হয়েছে?

বাদশা : আমার মুখদর্শনে নাকি প্রজাদের অন্ন জোটে না। খোদা আমাকে আটকুঁড়ো করে রেখেছেন। তাই আমি এ রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছি। আমাকে পার করে দাও ভাই।

Taj Tahir Foundation

মাঝি : আসুন জাহাপনা, আপনাকে পার করে দিচ্ছি।

(রাজা নদী পার হয়ে এসে তীরে পৌছল)

॥ পট পরিবর্ত্তন ॥

(ধ্যানরত তসবিহ্ হাতে দরবেশ বসা। উদাসীনাবস্থায় বাদশা দরবেশের জানুর উপর পা লাগিয়ে যাবে)

বাদশা : দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কত আমি বনে বনে ঘুরব। ও খোদা, আর যে সহ্য হয় না প্রভু!

দরবেশ : কে, কে, তুই পাপিষ্ঠ! আমার ধ্যান ভঙ্গ করলি? আজ ১১ বৎসর ৯ মাস যাবৎ আমি এই বনে খোদার উপাসনা করছি। তুই কি করে এখানে এলি পাপী? তিন মাসের জন্য আমার যুগ পুরা হতে দিলি না।

বাদশা : আমায় রক্ষা করুন গুরুজী।

দরবেশ : তোর ভাগ্য ভাল। বল বাবা, কি দুঃখে তুই বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্?

বাদশা : সাত মুল্লুকের বাদশা আমি। জহুরীনগর দরবার আমার। হীরা-জহরত, মণি-মুক্তা, লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্ত কোন কিছুরই অভাব নেই আমার। এমন কি সাতজন স্ত্রীও আছে আমার ঘরে। কিন্তু গুরুজী, জানি না কোন পাপের জন্য করুণাময় আল্লাহ আমাকে সন্তানরত্ন হতে বঞ্চিত করেছেন। গুরুজী বলে দিন, কি করে আমি পুত্রলাভ করতে পারব?

Taj Tahir Foundation

দরবেশ : তোর কাজ বড়ই কঠিন। (চক্ষু বুঁজে উর্ধ্বে হাত তুলে প্রার্থনা করবে, ক্ষণপরে বলবে) হ্যাঁ, পেয়েছি, খোদার আদেশ পেয়েছি। (ফুলটি তুলে) এই নে বনের একটি ফুল। খোদা তোর উপর দয়া করেছেন। এই ফুলটি ভিজিয়ে তোর সাত রাণীকে পান করাবি। যে রাণী খুব খোদাভক্ত ও স্বামী-ভক্ত, তারই গর্ভে জন্ম নেবে একটি পুত্র সন্তান।

(ফুল প্রদান এবং রাজার প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য

[রাণী বিলাপ করছে। বাদশার প্রবেশ]

গান

রাণী : নিদয়া হয়ো না খোদা গো ; ও খোদা আমারি উপরে
হায় গো, পতি আমার বনেতে গিয়াছে।
একটি পুত্র দাও আমাকে খোদা গো, খোদা আমারি উদরে
হায় গো, পতি আমার বনেতে গিয়াছে।
পতি বিনে গতি নাই গো এই জগৎ মাঝারে,
হায় গো, পতি আমার বনেতে গিয়াছে।
দাসীর গুনাহ মাফ করিয়া রে আল্লা, এনে দাও মোর পতিরে
হায় গো, পতি আমার বনেতে গিয়াছে।

Taj Tahir Foundation

বাদশা : কেঁদো না রাণী! খোদা তোমার কান্না শুনে ঠিক সময়ই তোমার পতিকে ফিরিয়ে এনেছে। খোদা-প্রদত্ত এই ফুলটি এক দরবেশ আমাকে দিয়েছেন। তোমরা সকলেই ফুলটি ভিজিয়ে পানি পান কর। হাঁ, আমাকে এখন রাজদরবারে মন্ত্রীর সাথে দেখা করতে হবে।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(মন্ত্রী সিংহাসনে বসা, পাগলবেশে বাদশার প্রবেশ)

বাদশা : আচ্ছালামু আলায়কুম!

মন্ত্রী : কে? কে তুমি? তোমার কি কিছু বলবার আছে?

বাদশা : কি আর বলব? আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি? আমি আপনার ঐ সিংহাসনের ভূতপূর্ব অধিপতি!

মন্ত্রী : কক্ষণও নয়। এই কে আছিস?

দারোয়ান : বন্দেগী, কি হুকুম জাহাপনা?

মন্ত্রী : নিয়ে যাও এই পাগলটাকে কারাগারে।

(দারোয়ান রাজাকে চিনতে পেরে পিছিয়ে যাবে)

দারোয়ান : আমি পারব না হুজুর। যার নিমক খেয়ে আমার শরীরে রক্ত-মাংস হয়েছে, তার হাতে শৃঙ্খল পরাতে, নিমকহারামী করতে আমি পারব না।

মন্ত্রী : এই কে আছিস!

Taj Tahir Foundation

(তিন জন সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্যগণ : (সমস্বরে) বন্দেগী জাহাপনা।

বাদশা : কে আছ, কে আছ, নগর মাঝে রক্ষিতে আমায় ?

(তিন জন সখীর প্রবেশ)

সখিগণ : (সমস্বরে) আপনার চিরদাসী অন্তঃপুরবাসিনী
আমরাই যথেষ্ট করিবারে রণ শৃগালের সনে।

(উভয় পক্ষ যুদ্ধ করে একে একে চলে গেল)

বাদশা : কে আছ, কে আছ ? একখানা অস্ত্র দাও রক্ষিতে এ প্রাণ।

(উভয়ে যুদ্ধারম্ভ। ক্রোধে বাদশা মন্ত্রীর বক্ষে তলোয়ার ধরে রাখবে ও বলবে)

কে আছ ? বন্দী কর, বন্দী কর।

(দারোয়ান উঠে বন্দী করতে করতে)

দারোয়ান : মন্ত্রীবর ? কোথায় রইল আপনার বাহাদুরী। বলেছিলাম না—যথা ধর্ম, তথা জয়, পাপ করলে ভুগতে হয়।

মন্ত্রী : বাদশা নামদার, আমায় মার্জনা করুন। আমি মনে করেছিলুম, আপনার পরিবর্তে অন্য কেউ আমাকে প্রতারণা করতে এসেছে। তাই আপনার সাথে যুদ্ধ করতে লিপ্ত হয়েছি। আমার এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করুন। এই নিন রাজমুকুট।

(সকলের প্রস্থান)

Taj Tahir Foundation

ষষ্ঠ দৃশ্য

(বাদশা পায়চারী করছে, দাসীর প্রবেশ)

দাসী : সালাম বাদশাহ আলমপনা !

বাদশা : কি সংবাদ সেহেলী ?

দাসী : আজ আমাদের খুশীর দিন।

বাদশা : খুশীর দিন মানে ? সোজা করে বল।

দাসী : আমাদের ছোট রাণীমায়ের ঘরে আপনার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছেন।

বাদশা : ওঃ তাই নাকি ? তবে এই নাও তোমার পুরস্কার !

(গলা হতে মালা খুলে দাসীর হাতে প্রদান ও উভয়ের প্রস্থান)

[বিবেকের প্রবেশ]

গান

বিবেক : বাদশাজাদা জন্ম নিল সোনার পুরী আলো হইল
সোনার পুরী আলো হইল, আজি সোনার… ।

(প্রস্থান)

বাদশা : মন্ত্রীবর, খুশীর সংবাদ শুনেছেন বোধ হয়।

মন্ত্রী : হাঁ জাহাপনা।

বাদশা : এখন শান্তিপুরের নজুম জয়া-বিজয়াকে ডেকে বাদশাজাদার ভাগ্য গণনা করা উচিৎ নয় কি ?

মন্ত্রী : হাঁ জাহাপনা, নিশ্চয়ই, এক্ষুণি আমি দারোয়ান পাঠিয়ে দেই !

(মন্ত্রী ও বাঁদশার প্রস্থান)

Taj Tahir Foundation

সপ্তম দৃশ্য

(বিজয়ার বাড়ী। জয়া, বিজয়া, কেষ্টা ও দারোয়ান)

জয়া : বিজয়া বাড়ী আছ? ও বিজয়া!

বিজয়া : কে ডাকে? (এগোয়ে দেখে) ও দাদা! কি মনে করে? এস, বস! কেষ্টা, আরে ও কেষ্টা, দাদাকে বসতে দে বেটা ছোটলোকের বাচ্চা।

জয়া : আহা গালি দিস না, গালি দিস না। আমি তো অমনি বসে গেছি। বিজয়া, তারপর তোর এদিকের খবর কি?

বিজয়া : (মাথা চুলকায়ে) তা আমার খবর একরকম ভালই তো। গেছিলাম পশ্চিম পাড়ার দিকে, ১৩টি পয়সা ও একটি মিষ্টি কুমড়ো পেয়েছি।

দারোয়ান : (দূর থেকে) জয়া-বিজয়া বাড়ী আছ, ও জয়া-বিজয়া?

জয়া : আরে ও বিজয়া, দেখ তো ভাই কোন ছোটলোকের বাচ্চা খাওয়ার সময় নাম ধরে ডাকাডাকি করছে? বের করে দে বেটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে।

(দারোয়ানের প্রবেশ)

দারোয়ান : শোন জয়া-বিজয়া, বাদশা নামদারের আদেশ, তোমাদের এখনি আমার সাথে রাজবাড়ী যেতে হবে।

: জয়া (কাঁপতে কাঁপতে) দারোয়ান বাবা, মহারাজ মারবেন ?

Taj Tahir Foundation

দারোয়ান : মহারাজ মারবেন কেন ? তোমরা দু'ভাই আমার সাথে যেয়ে বাদশাজাদার রাশি ও ভাগ্য গণনা করে নাম রাখ্‌ব

(সকলের প্রস্থান)

॥ পট পরিবর্ত্তন ॥

(মন্ত্রী উপবিষ্ট, জয়া-বিজয়ার রাজদরবারে প্রবেশ)

জয়া : প্রণাম হই হুজুর। আমাদেরকে কেন তলব করেছেন জাহাপনা ?

বাদশা : বাদশাজাদার রাশি ও ভাগ্য গণনা করে নাম নির্ধারণ কর ও ভবিষ্যতের ভালমন্দ প্রকাশ কর।

(দুইজন গণনা করতে বসল)

বিজয়া : এই কালি লো কমলী, মেঘে দিল ডাক। যদি কস মিথ্যা কথা, খাস কার্তিক-গণেশের মাথা। একমাসের গণা আমি আরেক মাসে পাই, ৬ মাসের মধ্যে দেখি অমাবস্যা পূর্ণিমা নাই! ভোম ভোম কালী, এই বৎসর না যায় খালি, হায় হায় শাহাজাদার কপালে কি আছে— (চমকে) এ্যা, এসব কি দেখা যায়! মৃত্যু! (স্বগত:) বোধ হয় গণনা ভুল হয়ে গেছে। পুনরায় গণে দেখি, যদি ঐ গণনা একই রকম হয়, তাহলে গণনা নিশ্চয়ই নির্ভুল। (বাদশাকে) পেয়েছি মহারাজ, ঠিক পেয়েছি।

Taj Tahir Foundation

বাদশা : কি পেয়েছ? খুলে বল।

জয়া : মহারাজ ভয়ে যে আমার পিলে চমকে উঠছে।

বাদশা : তোমার কোন ভয় নেই, অদৃষ্টলিপি গোপন কর না। খুলে বল।

জয়া : বাদশানামদার, বান্দার কসুর মাফ হউক। যে সময় বাদশাজাদার বয়স ১২ দিন হবে, সেই দিনই তার মৃত্যুফাঁড়া দেখা যায়।

বাদশা : (চমকে) কি বললে, মৃত্যু ফাঁড়া! বল ভাই জ্যোতিষ, কোন উপায়ে বাঁচান যায় কিনা? সন্তানের জীবন রক্ষার্থে যদি আমার রাজ্যও যায়, তাতেও আমি রাজি আছি।

জয়া : তা যাবে না কেন? নিশ্চয়ই যাবে! ১২ দিন বয়সের সময় ঠিক ১২ বৎসরের এক যুবতী কন্যার সাথে তার বিয়ে দিতে হবে। তবেই পত্নীর পরশে তার ফাঁড়া কেটে যাবে।

বাদশা : মন্ত্রীবর। কয়েকজন ঢেরিওয়ালাকে বলে দিন, তারা যেন ঢেরী পিটিয়ে রাজ্যমধ্যে প্রচার করে দেয়, আগামী শুক্রবার যে ব্যক্তির কন্যার পূর্ণ ১২ বৎসর বয়স হবে, সে যেন তার কন্যাসহ উক্ত দিনে রাজদরবারে উপস্থিত হয়। আমি ঐ কন্যার সাথে ১২ দিন বয়স্ক শাহজাদা রহিমের বিয়ে দেব। (একটু থেমে) হ্যাঁ শুনুন, এ কথাও যেন প্রচার করে দেওয়া হয়, কন্যা থাকা সত্বেও যে ব্যক্তি গোপন করবে, প্রমাণ পাওয়া গেলে তার মালামাল সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে এবং সপরিবারে গর্দান নেওয়া হবে।

Taj Tahir Foundation

অষ্টম দৃশ্য

(ঢেরীওয়ালা, রূপবান ও দাইমার প্রবেশ)

ঢেরীওয়ালা : এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী শুক্রবার যে ব্যক্তির কন্যার পূর্ণ ১২ বৎসর বয়স হবে, সে যেন তার কন্যাসহ উক্ত শুক্রবার রাজদরবারে উপস্থিত হয়। ঐ কন্যার সাথে ১২ দিন বয়স্ক বাদশাজাদা রহিমের বিয়ে দেওয়া হবে। কন্যা থাকা সত্বেও যে গোপন করবে, তার মালামাল সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে এবং সপরিবারে তার গর্দান নেওয়া হবে। (প্রস্থান)

দাইমা : কি গো রূপবান, খেলা-ধূলায় যে মেতে গেলে, লেখা পড়া ছেড়ে দিলে নাকি ?

গান

রূপবান : কি করব দাইমা গো, ও দাইমা লেখাপড়া দিয়া গো,
ও মোর দাইমা গো
কিসের লেখা, কিসের পড়া গো, ও দাইমা না যাব স্কুলে গো,
ও মোর দাইমা গো
যৌবন জ্বালায় জ্বলে মরি গো, ও দাইমা সহিতে না পারি গো,
ও মোর দাইমা গো ॥
নারীর যৌবন ভাটি পড়লে গো,
ও দাইমা না আসে ফিরিয়া গো
ও মোর দাইমা গো ॥

Taj Tahir Foundation

নবম দৃশ্য

(খালি আসরে বিয়ের বাজনা বাজবে। দাইমা ও রূপবানের প্রবেশ)

(বাজনা নির্দেশ করে)

গান

রূপবান : মোদের বাড়ীর পশ্চিম ধারে গো,
ও দাইমা কিসের বাজনা বাজে গো
ও মোর দাইমা গো ॥

দাইমা : মনে কি পড়ে না রূপবান,
ও তোমার বিয়ার বাজনা বাজে গো,
ও মোর রূপবান গো ॥
আজকে তোমার বিয়ার তারিখ গো,
ও মোর রূপবান গো।

রূপবান : আমি যে বসিব বিয়া গো,
ও দাইমা পতির বয়স কত গো,
ও মোর দাইমা গো ॥

দাইমা : তুমি যে বসিবে বিয়া গো,
ও তোমার বার দিনের পতি গো,
ও মোর রূপবান গো ॥

রূপবান : আমি না বসিব বিয়া গো,
ও দাইমা নিষেধ করেন যাই গো,
ও মোর দাইমা গো ॥

Taj Tahir Foundation

বার দিনের শিশুর সনে গো,
ও দাইমা কেমনে হবে বিয়া গো,
ও মোর দাইমা গো ॥

পায়ে ধরি মিনতি করি গো,
ও দাইমা নিষেধ করেন যাই গো,
ও মোর দাইমা গো ॥

দাইমা : বাদশা যখন জানবে রূপবান গো,
ও রূপবান বিয়া তোমার হবে গো,
ও মোর রূপবান গো ॥

এখন রাজী না হইলে গো,
ও রূপবান জোরে ধরে নিবে গো,
ও মোর রূপবান গো ॥

রূপবান : কার বা খাইলাম টাকা-পয়সা গো,
ও দাইমা কার বা করলাম চুরি গো,
ও মোর দাইমা গো ॥

কার বা বাপের শক্তি আছে গো,
ও দাইমা জোরে ধরে নিবে গো
ও মোর দাইমা গো ॥

দাইমা : নেকবর বাদশার শক্তি আছে গো,
ও রূপবান জোরে ধরে নিবে গো
ও মোর রূপবান গো ॥

Taj Tahir Foundation

শোন শোন প্রাণের রূপবান গো,
ও রূপবান শোন মন দিয়া গো,
ও মোর রূপবান গো ॥

পতির সেবা না করিলে গো,
ও রূপবান নরকে তার বাস গো,
ও মোর রূপবান গো ॥

রূপবান : বসিব বসিব বিয়া গো,
ও দাইমা যা থাকে কপালে গো,
ও মোর দাইমা গো ॥

(দাদুর প্রবেশ)

দাদু : শোন রূপবান, আমি বাদশার বার দিনের ছেলের সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে তোমার এখানে এসেছি। তুমি খুশীমনে কবুল কর। একি ? নিরুত্তর হইলে কেন ?

গান

রূপবান : শোনেন শোনেন শোনেন দাদু গো,
ও দাদু বলি যে আপনারে গো,
শোনেন দাদু দাদু গো ॥

দাইমা : শোন শোন শোন রূপবান গো,
ও রূপবান বলি যে তোমারে গো,
শোন রূপবান রূপবান গো ॥

Taj Tahir Foundation

দাছ আইছে ঘটক হইয়া গো
ও রূপবান কবুল কর তুমি গো,
শোন রূপবান রূপবান গো ॥

রূপবান : জোয়ার যৌবন আমার গো,
ও দাইমা যাবে গাঙের ভাটি গো,
আমার দাইমা দাইমা গো ॥

ভাতের ক্ষুধা লাগলে দাইমা গো,
ও দাইমা পানিতে কি সারে গো,
আমার দাইমা দাইমা গো ॥

জোয়ার যখন আসে দাইমা গো,
ও দাইমা নদী থাকে ভরা গো,
আমার দাইমা দাইমা গো ॥

ভ্রমর বিনে ফুলের মধু গো,
ও দাইমা যাবে শুকাইয়া গো,
আমার দাইমা দাইমা গো ॥

আমার যৌবন বৃথা যাবে গো,
ও দাইমা একি বিধির লিখন গো,
আমার দাইমা দাইমা গো ॥

Taj Tahir Foundation

দ্বিতীয় অঙ্ক

(প্রথম দৃশ্য)

(ঢেরীওয়ালা, ১ম দারোয়ান, রাণী, মোল্লা, বড়দাসী, ২য় দারোয়ান। বাদশা ও মন্ত্রী উপবিষ্ট, রূপবানকে নিয়ে ঢেরীওয়ালার প্রবেশ)

ঢেরীওয়ালা : বন্দেগী জাহাপনা। বহু অন্বেষণে কন্যাকে পেয়েছি এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

বাদশা : শোন মা, তোমার পরিচয় দিয়ে আমাকে আনন্দিত কর।

গান

রূপবান : পিতার নাম মোহাম্মদ উজির গো,
ও বাদশা বলি যে আপানারে গো,
শোনেন বাদশা বাদশা গো ॥

আমার নামটি রূপবান কন্যা গো,
শোনেন বাদশা বাদশা গো।

মন্ত্রী : হায়রে হতভাগিনী কন্যা আমার, এই ছিল কি তোর কপালে ?

বাদশা : মন্ত্রীবর, এই কি উপযুক্ত কাজ আপনার! নিজের ঘরে কন্যা রেখে রাজ্যমধ্যে ঢেরী পিটালেন ? বাহঃ চমৎকার!

মন্ত্রী : আমাকে মার্জনা করুন জাহাপনা! আমি পিতা হয়ে কন্যার প্রতি অবিচার করতে পারব না। বার দিনের

Taj Tahir Foundation

শিশুর নিকট কন্যা সমর্পণ করে এ জল্লাদের কাজ আমি কিছুতেই করতে পারব না।

বাদশা : জানেন, আপনি কোথায় কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন ?

মন্ত্রী : বান্দার গোস্তাখী মাফ হউক, আমি এক্ষুণি দরবার ত্যাগ করছি।

বাদশা : এই কে আছ ?

দারোয়ান : বন্দেগী, জাহাপনা।

বাদশা : বন্দী কর বৃদ্ধ মন্ত্রীকে।

(দারোয়ান বন্দী করে নিয়ে যেতে রূপবান ঝাঁপ দিয়ে পিতাকে ধরবে, মন্ত্রীও ধরবে তাঁকে)

রূপবান : বাবা, বাবা, আমাকে ছেড়ে আপনি কোথায় যাবেন ?

মন্ত্রী : কি করব মা, গরীব হয়ে জন্ম নিয়েছি, তাই তোকে ছেড়ে যেতে হল।

রূপবান : বাবা। বাবা (বলে পতিত হল)

বাদশা : (কন্যাকে ধরে উঠায়ে) দুঃখ কর না মা, আমি তোমার পিতাকে মুক্ত করে দেব।

রাণী : আজ আমার রহিমের বিয়ে, জানি না খোদা তোমার কি ইচ্ছা। এই কে আছিস ?

(২য় দারোয়ানের প্রবেশ)

২য় দারোয়ান : কেয়া হুকুম হ্যায় বেগম সাহেবা ? ফরমাইয়ে।

রাণী : যাও, মসজিদ হতে মোল্লাকে ডেকে নিয়ে এস।

Taj Tahir Foundation

(দারোয়ানের প্রস্থান ও মোল্লাকে নিয়ে পুনঃ প্রবেশ)

মোল্লা : আস্ছালামু আলায়কুম। জাহাপনা, আমাকে আহ্বান করেছেন কেন ?

বাদশা : মুসলমানী কানুন মোতাবেক আমার শিশু পুত্রের সাথে উজির কন্যা রূপবানের শুভ বিবাহ সম্পন্ন করে দিন।

মোল্লা : জাহাপনা, আমি তাহলে বিয়াডা পড়াইয়া দেই ; কাবিন তো আগেই অইছে।

[বিয়ে পড়ান]

মেয়ে যদি কোন কার্য উপলক্ষে বাপের বাড়ী চইলা যায়, তবে স্বামী হাত পুড়াইয়া রাইন্ধা খাইবে, কবুল ?

(ছেলের পক্ষে) হাঁ কবুল।

স্বামী যদি রাগের বশীভূত হইয়া এককিলে স্ত্রীর পিঠের মেরুদণ্ড ভাইঙ্গা ফালায়, তবে স্ত্রী রাগ করিয়া বাপের বাড়ী চইলা যাইতে পারবে না। কবুল ?

(মেয়ের পক্ষে) হাঁ কবুল !

মোল্লা : এখন মোনাজাত পড়েন। আল্লাহ্ আমিন, আল্লাহ্ আমিন। মধুপুরের বেঙ আমিন, বিলের পারের আমিন। যা খাই পঞ্চাশ খাই, আপনারটাই খাই। জাহাপনা, এখন আমায় বিদায় দেন। বিয়া তো পড়ান হইল।

বাদশা : এই নিন মোল্লা সাহেব, আপনার খুশীর সওগাত।

(মোহর দান ও গ্রহণ)

Taj Tahir Foundation

বাদশা : মা রূপবান, আজ হতে রাজ্য ও রাজভাণ্ডার সকলি তোমার। এই নাও আমার হাতের হীরার আংটি। তোমাদের শুভ বিবাহ উপলক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ দান করলাম।

রাণী : আমি আর কি দিব মা, এই নাও তোমার জীবন-সম্ভার। (রহিমকে দিল) এবং সঙ্গে এই হীরে-জহরত, মণি-মাণিক্য তোমাদের উপহার দিলাম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(রূপবান বিদায় নিয়ে শ্বশুর বাড়ী যাবে)

উজির : বেগম সাহেবা, এতদিন মা রূপবান ছিল আমাদের, আজ হতে রহিমের হাতে সঁপে দিলাম। আমার মাতৃহীনা মাকে দেখে রাখবেন।

রূপবান : পিতা কি বললেন? আমার মা নেই!

রাহেলা : সত্যিই তোমার মা নেই। এতদিন তোমাকে বুঝতে দেই নাই।

জাহানারা : উজির সাহেব, এবার আমাদের বিদায় দিন। মা রূপবান, তোমার পিতা-মাতার নিকট হইতে বিদায় নিয়ে এস।

(বাদশা, ও জাহানারার প্রস্থান)

রূপবান :

গান

বিদায় দেন বিদায় দেন পিতা গো,
ও পিতা বিদায় দেন আমারে গো,
আমার পিতা পিতা গো ॥

Taj Tahir Foundation

বিদায় দেন বিদায় দেন মাতা গো,
ও মাতা বিদায় দেন আমারে গো,
আমার মাতা মাতা গো ॥
বার দিনের স্বামী লয়ে গো,
ও পিতা চললেম শ্বশুর বাড়ী গো,
আমার পিতা পিতা গো ॥
বার দিনের স্বামী লয়ে গো,
ও মাতা চললেম শ্বশুড়বাড়ী গো,
আমার মাতা মাতা গো ॥

জাহানারা : আয় মা ! তোকে আমি বিদায়ের মালা পরিয়ে দেই।

(মালা পরায়ে দিল)

(গান)

রূপবান : মাতা ছেড়ে পিতা ছেড়ে গো,
ও আল্লা চললেম শ্বশুর বাড়ী গো,
আমার আল্লা আল্লা গো ॥
তোমরা সবে দেখে রেখ গো,
আল্লা আমার প্রাণের পিতারে,
আমার আল্লা আল্লা গো ॥
তোমরা সবে দেখে রেখ গো,
ও আল্লা আমার প্রাণের মাতারে,
আমার আল্লা আল্লারে ॥

Taj Tahir Foundation

তৃতীয় দৃশ্য

(জাহানারা, রহিম ও রূপবানের প্রবেশ)

জাহানারা : এই যে মা, তোমার বাসর ঘর।

রূপবান : গান

বাসর ঘরে থাক পতি গো,
ও পতি খেল নানা ছলে গো,
আমার পতি পতি গো ॥
কে পরাইবে তৈল কাঁজল রে,
ও আল্লা কে খাওয়াবে দুগ্ধ রে,
আমার আল্লা আল্লা রে ॥

পাঠ : খোদা তুমি আমার স্বামীকে রক্ষা কর। তুমি যদি আমার স্বামীকে রক্ষা না কর, তবে কে তাকে রক্ষা করবে? (শয়ন)

গান

বিবেক : ওরে নূতন পথে চল।
তোর বুকে দেখি পাষাণ চাপা,
ফেলিস নারে চোখের জল ॥
ন্যায় পথে গেছ বলে,
মুণিগণে বিচার করলে,
সেই কারণে নির্বাসনে চল ॥
কর্মযোগে ছিল বলে,
বার দিনের স্বামী ফেলে,
ঐ চরণের ধূলি হয়ে চল ॥ (প্রস্থান)

Taj Tahir Foundation

রূপবান ঃ একি স্বপ্নে দেখলাম ? কে যেন আমায় বলে নূতন পথে যেতে। সে পথ কোন দিকে ? খোদা, তুমি আমায় পথ দেখিয়ে দাও।

(প্রস্থান)

গান

রূপবান ঃ ওঠেন ওঠেন আম্মাজান গো,
ও আম্মা বিদায় দেন আমারে গো,
ও মোর আম্মা গো ॥

কি করিব কোথায় যাব গো,
ও আম্মা জানেন পরওয়ার গো,
ও মোর আম্মা গো ॥

নির্বাসে চলিলাম আম্মা গো,
ও আম্মা শিশু স্বামী লইয়া গো,
ও মোর আম্মা গো ॥

শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা গো,
ও আম্মা নাই আমার কপালে গো,
ও মোর আম্মা গো ॥

দোয়া করবেন আম্মাজান গো,
ও আমরা বাঁচি যে পরাণে গো,
ও মোর আম্মা গো ॥

Taj Tanir Foundation

(রাণী নিদ্রা ভঙ্গে রূপবানকে না দেখে চমকে উঠবে)

রাণী : একি বৌমা! এ শুভ রাত্রিতে কাঁদতে নেই। আমি তোমাদের সেবার জন্য বড় দাসীকে পাঠিয়ে দেই গে।

(প্রস্থান)

বড় দাসী : কি গো বৌমা! কাঁদছেন কেন গো, কি দুঃখ আপনার শুনতে পারি কি?

গান

পবান : সখী গো, আজ হয়েছে আমার বিয়া গো,
ও সখী হাতে মেন্দী দিয়া,
কাল সকালে কাঁদতে হবে গো।
ও সখী শিশু স্বামী লইয়া গো,
ও মোর সখী গো।
সখী গো, আকাশেতে উঠে চন্দ্র গো,
ও সখী সঙ্গে নিয়ে তারা,
যে নারীর নাই সোয়ামী গো সখী,
তার কপাল পোড়া গো,
ও মোর সখী গো॥
সখী গো, যে খোপে কবুতর নাই গো,
সখী কি দরকার তার খোপে,
যে নারীর নাই সোয়ামী গো সখী,
কি দরকার তার রূপে গো,
ও মোর সখী গো।

Taj Tahir Foundation

সখী গো, আজ হয়েছে আমার বিয়া গো সখী,
দুঃখ আমার দিলে,
কাল সকালে বলবে লোকে গো রূপবান,
এই কি তোমার ছেলে গো,
ও মোর সখী গো।
সখী গো, লজ্জা হইতে মরণ ভাল গো,
ও সখী শাস্ত্রে আছে কথা,
কহিতে দুঃখের কথা গো সখী,
প্রাণে লাগে ব্যথা গো,
ও মোর সখী গো।

বড়দাসী : দুঃখ করে আর কি হবে বৌমা, কপালের লেখা কেউ খণ্ডন করতে পারে না। রাত্রি অধিক, এখন আর অনিদ্রায় থাকা উচিৎ নয়। শাহজাদাকে আমার নিকট দিয়ে শুয়ে পড়ুন।

রূপবান : না না সখী, স্বামী আমার শিশু হলেও দেবতা। দেবতার সেবা আমিই করব।

(সখী যখন ঘুমে থাকবে রূপবান ঘর ছেড়ে চলে যাবে। সখী জেগে উঠে চমকিত হয়ে)

সখী : একি! একি! কোথা গেল নববধু? যাই রাণীমাকে বলি গিয়ে, তোমার পুত্রবধু পালিয়েছে! (প্রস্থান)

Taj Tahir Foundation

চতুর্থ দৃশ্য

(দারোয়ান পাহারা দিচ্ছে। হঠাৎ রূপবানকে দেখে চমকে উঠে)

১ম দারোয়ান : এই কে তুমি, কোথায় করেছ গমন? নিষেধ বাদশার নিশাকালে যাইতে বাহিরে।

গান

রূপবান : রাস্তা ছাড় দ্বারী ভাইরে,
ও ভাইরে রাস্তা দাও ছাড়িয়া রে,
ও মোর ভাইজান রে।
পায়ে ধরি মিনতি করি রে,
ও ভাইজান রাস্তা দাও ছাড়িয়া রে,
ও মোর ভাইজান রে।

১ম দারোয়ান : না, না, না, শত অনুরোধ করলেও রাত্রি বেলায় তোমাকে ছাড়তে পারব না। আজ রাতের জন্য তুমি আমার বন্দী। রাত্রি প্রভাত হলে রাজ দরবারে তোমায় হাজির করব। বাদশার বিচারে মুক্তি পেলে তবেই যেতে পারবে।

রূপবান : দেখ দারোয়ান ভাই, যদি দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও, তাহলে তোমাকে আমি ১০০ একশত টাকা দেব।

Taj Tahir Foundation

গান

রূপবান : কি দোষ করেছি আমি রে,
ও ভাইজান তোমাদের কাছে রে,
ও মোর ভাইজান রে।
হাতে ধরি পায়ে পড়ি রে,
ও ভাইজান রাস্তা দাও ছাড়িয়া রে,
ও মোর ভাইজান রে।
তুমি আমার ধর্মের ভাই রে,
ও ভাই রে আমি তোমার বোন রে,
ও মোর ভাইজান রে।

২য় দারোয়ান : শোন লাড়কী, হাম তোমকো ছোড় ছেকতা, লেকিন এক বাত হ্যায়, হামারা ঘরমে তোমকো এক রাত গোজরান করনে হোগা, মঞ্জুর হ্যায় ?

গান

রূপবান : পরের নারী দেখলে ভাইজান রে,
ও ভাইজান যে পুরুষ চায় ও রে,
শোন ভাইজান রে॥
আখেরাতের দিনে ও তার,
নরকেতে বাস রে,
শোন ভাইজান রে॥

Taj Tahir Foundation

২য় দারোয়ানঃ দিলমে কই দুঃখ মাত লো বহেন। হাম পরখ করকে দেখা হায়, তোমহারা ইজ্জত তোম বাঁচাকে চল সেকতা। আভি তোম যা সেকতা। দুনিয়ামে কই আদমী তোমকো রোক নেহী সেকেগা। তোম যাও, সামনা মে যো রাস্তা হ্যায়, উয়ো পাকাড়-কে সোজা চালী যাও।

গান

বিবেকঃ ঐ যে অদূরে জ্বলিছে অনল,
ঘুচিয়ে যাবে অন্ধকার,
.................ভক্ত আমার।
ফেলিও না আর অশ্রুধার,
প্রলয় তুফান করিব পার,
ঘুচিয়ে যাবে অন্ধকার,
হাত ধরে তোরে অকূল সাগর,
করিরে দিব পার॥

বিবেকঃ মা, তুই কোন চিন্তা করিস নে। আমি তোর হাত ধরে ঐ অকূল সাগর পার করে দিব। আয় মা, আয়।

(রূপবান সামান্য অগ্রসর হয়ে আবার পেছনে গেল)

একি মা! তুই আমায় অবিশ্বাস করলি? আমি খোদাকে শপথ ক'র বলছি, তোর কোন ভয় নেই, আমি তোর হাত ধরে পার করে দিব। তুই আমার সাথে চলে আয়।

(উভয়ের প্রস্থান)

Taj Tahir Foundation

পঞ্চম দৃশ্য

(মাঝির প্রবেশ ও গান)

আমার হাড় কালা করলাম রে
আরে তোর দেহ কালার লাইগা
আমার অন্তর কালা করলাম রে,
দুরন্ত পরবাসে মন রে ॥
হাইলা লোকের লাঙ্গল বাঁকা
জনম বাঁকা চাঁদ রে, জনম বাঁকা চাঁদ
তাহার চাইতে অধিক বাঁকা হায় হায়
যারে দিছি প্রাণ রে, দূরন্ত পরবাসে ॥
(মন রে) গাঙ বাঁকা কূল বাঁকা
বাঁকা গাঙের পানি রে বাঁকা গাঙের পানি,
সকল বাঁকায় বাইলাম নৌকা হায় হায়।
বাঁকারে না জানি রে, দুরন্ত পরবাসে ॥
(ও মন রে) হাড় হইল জর জর
অন্তর হইল পুড়া
পিরীতি ভাঙিয়া গেলে হায় হায়
নাহি লাগে জোড়া রে, দূরন্ত পরবাসে।

১ম মাঝি ঃ চাচারে, যে দিনকাল পড়েছে, আমাদের আর খাওয়া জুটবে না। একটা প্যাসেঞ্জারও দেখছি না। নাওটার পাড়া গাড়।

২য় মাঝি ঃ হারে চাচা, পাড়া গাড়তেই হবে। খালি নাওতো শয়তানের ঘোড়া। চাচারে এক হাত গাড়ি তো তিন হাত উইঠা পড়ে।

Taj Tahir Foundation

১ম মাঝি : (পিঠে থাপড় দিয়া) জোড় কইরা গাড়।

২য় মাঝি : ভারে রে চাচা ভারে। পরের উপরে কিনা, তাই তাল পাস না। চল, এখন একটু বিশ্রাম কইরা লই।

১ম মাঝি : ঠিক কইছ চাচা। আমি আগেই শুইয়া পড়ছি।

২য় মাঝি : তা শুবি না। আজকালকার পোলাপান এই রকমেরই।

১ম মাঝি : চাচা রে আমার চাচী কি কইছে শুন্‌ছ ?

২য় মাঝি : কি কইছে ?

১ম মাঝি : কইছে আমার বাবা রে কইও একখানা শাড়ী আনতে।

২য় মাঝি : আরে আমারে কয় নাই ; যাক্‌, তুই ভাল করে চললে তবে একটা বাইশ হাত নৌকা কিইনা দিমু।

১ম মাঝি : চাচা রে, বাইশ হাত না। সাড়ে তিন হাত। চাচা রে বড় বড় মশায় কামড়ায়।

২য় মাঝি : ধইরা ধইরা খাইয়া ওঠ। আমি তিন চারটা খাইয়া ফালাইছি। খুব তেল্‌ রে চাচা।

১ম মাঝি : আমি তো ধরতে পারি না।

২য় মাঝি : খালি হাতে ধইরা খা। মশার তেলে আমার মুখ দিয়া কথা পিছলাইয়া যায়।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(রূপবানের বিলাপ গান)

পার কর পার কর মাঝি রে
ও মাঝি পার কর আমারে রে
ঘাটের মাঝি রে।

তোমরা যদি পার না কর রে
ও মাঝি কি হবে উপায় রে
ঘাটের মাঝি মাঝি রে।

তোমরা আমার ধর্মের ভাই ওরে
ও মাঝি ধর্মের কাজ কর রে
ঘাটের মাঝি ভাই ওরে।

(মাঝির প্রবেশ ও গান)

এত ভোরে কে ডাকিলে আমায়,
তোমার ডাক শুনিয়ে আকুল প্রাণে
এসেছি হেথায়।
কেন ডাকিলে আমায়॥

আমরা ত ঘাটের মাঝি
পার করিতে সদাই রাজী
টাকা-কড়ি পাইলে
কেন আমায় ডাকিলে॥

এপার হতে ডাক তুমি,
তরী নিয়ে এলাম আমি
মধুর সুরে আকুল করিলে,
কেন আমায় ডাকিলে।

১ম মাঝি ঃ দিদি গো পার করে দিলে তো পয়সা দিতে হবে।

রূপবান ঃ মাঝি ভাই, আমার কাছে তো একটি পয়সাও নেই।

২য় মাঝি ঃ পয়সা থাকবে কেন, ঘাটে আসলে কারো পয়সা থাকে না। বলি আমাদের ছেলেমেয়ে কি খেয়ে বাঁচবে?

Taj Tahir Foundation

১ম মাঝি : আচ্ছা দিদি গো, পার করে দিলে তো বখশিস দিবে।

রূপবান : হাঁ মাঝি ভাই, তোমাদিগকে বখশিস দিব।

১ম মাঝি : চাচারে, এই মেয়েটি আমাদের বখশিস্ দিবে।

২য় মাঝি : কি বড়শী দিবে। কত বড়শী আমি আমার ঘাটে পাইতা থুইছি।

১ম মাঝি : আরে বড়শী না, বখশিস্—পুরস্কার!

২য় মাঝি : কি পরিষ্কার? আচ্ছা, আপনারা দেখেন আমার, শরীরটা কি অপরিষ্কার?

১ম মাঝি : আরে পরিষ্কার না পুরস্কার। পয়সা দিবে, পয়সা।

২য় মাঝি : এইডা কইলেই হয়। এইডা না কইয়া বড়শী দিবে, ফসুখী দিবে, ওডা দিবে।

১ম মাঝি : আচ্ছা দিদি গো, এস তোমায় পার করে দিচ্ছি।

২য় মাঝি : এই বাসী, নৌকায় উইন্ড না। চাচা রে এইড' আজব ঘরের মেয়ে মানুষ।

Taj Tahir Foundation

গান

মাঝি

রসিক নাইয়া রে সুজন নাইয়া রে
সাবধানে সাবধানে তরী বাইও॥
কালিজ্ঞি নদীর জলে নাও নি ডুবে চাইও,
সাবধানে সাবধানে তরী বাইও॥
নায়ের এ কূল ভাঙ্গা ও কূল ভাঙ্গা, ভাঙ্গা দুইও কূল
মাঝ দরিয়ায় ঢেউয়ে ভাঙ্গে জাহাজের মাস্তুল রে
সাবধানে সাবধানে বৈঠা বাইও॥
রসিক নাইয়া রে সুজন নাইয়া রে
সাবধানে সাবধানে তরী বাইও॥

১ম মাঝি ঃ আচ্ছা দিদি গো, এইটি তোমার কি হয় ?
(রূপবান ক্রন্দন) একি দিদি, তুমি কাদ্‌ছ কেন ? বল কি হয় ?

রূপবান ঃ মাঝি ভাই, উনি আমার স্বামী হন।

২য় মাঝি ঃ অসম্ভব কথা। এইডা এই বেটির পোলা হয়।

১ম মাঝি ঃ এই, চুপ কর।

২য় মাঝি ঃ চাচা রে, যে ধমক মারছ, তোর ধমকের চোটে আমার খাঁচা ছাইডা পেঁচা উইডা গেছে।

১ম মাঝি ঃ আচ্ছা দিদি গো, তুমি নৌকায় উঠ। তোমায় অপর পারে পার করে দিচ্ছি।

Taj Tahir Foundation

গান

মাঝি ঃ
মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে ভাই
আমি আর বাইতে পারলাম না
অফর বেলার ধরলাম পাড়ি
নদীর কূল কিনারা পাইলাম না।
ছেড়া দড়ি আর ভাঙ্গা বৈঠা রে
হাইলে তো জল মানে না
আমি জনম ভরা বাইলাম তরী রে
ও তরী ভাইটায় ছাড়া উজায় না।

রূপবান ঃ মাঝি-ভাই তোমরা এ গান আর গাইও না। আমি সইতে পারি না। (ক্রন্দন)

২য় মাঝি ঃ চাচ রে, আমরা গান করমু, তার কি ?

১ম মাঝি : তার বোধ হয় কোন দুঃখ হয়।

২য় মাঝি : আমাগো গলায় গামু তার কি দুঃখ হল? আমি আমার গান গাইমু।

১ম মাঝি : দিদি গো আমাদের যে বখশিস্ দিবে বলেছিলে, দেও দেখি?

রূপবান : আমি তোমাদিগকে বখশিস্ দিব। আম্মা যে আমার আঁচলে কি বেঁধে দিয়েছিল, তা আমিও দেখি নাই। আঁচলে যা আছে, তাই তোমাদের দিব।

২য় মাঝি : আঁচলে কি বেঁধে দিয়েছে কে কইবে রে চাচা? ভর:ই না খাইল্যা।

(রূপবানের ক্রন্দন)

১ম মাঝি : একি দিদি তুমি কাঁদছ কেন? তুমি না বলেছিলে অঁচল খুলে যা পাবে, তা আমাদিগকে দিবে? তাহলে কি দিদ আমাদের পুরস্কার দিবে না?

রূপবান : মাঝি ভাই আমার আঁচলে তো পয়সা নেই। মাত্র একটি হীরার আংটি আছে। এটি রেখে আমায় পার করে দাও ভাই।

(আংটি দান)

১ম মাঝি : (হাত বাড়িয়ে) দেখি দেখি, তোমার আংটিটা। (ভাল ভাবে দেখতে দেখতে) মাণিক রে মাণিক, দেখ তো ভাই আংটিটা।

(আংটি প্রদান ও গ্রহণ)

২য় মাঝি : আরে ভাই আমাদের ভাঙ্গা আয়নার কাঁচের মত দেখা যায় এই আংটিটা। হায় হায়, খোদা এই সাত-সকালে এমন একটা বাটপাড়ের সঙ্গে দেখা হল! দিনটাই যেন আমাদের কেমন করে যায়।

(মোড়লের প্রবেশ)

মোড়ল : আরে ও মাঝি, আমাকে একটু তাড়াতাড়ি পার করে দাও তো, জমিগুলি দেখে এখনই ফিরতে হবে।

১ম মাঝি : পয়সা এনেছেন মোড়ল সাহেব? আজ থেকে আমরা এক আইন করেছি, পয়সা ছাড়া কাউকেও পার করব না। দেখেছেন? ঐ বেটিকে বসায়ে রেখেছি।

মোড়ল : কেন মেয়েটির কাছে বুঝি পয়সা-কড়ি নেই।

২য় মাঝি : দেখুন মোড়ল সাহেব, এই মাতারী সকাল বেলা আমাদের ঠকাতে এসেছে। একটা কাঁচের আংটি দিয়ে বলে কিনা হিরের আংটি।

মোড়ল : দেখি আংটিটা (মাঝি দিল, মোড়ল গ্রহণ করল এবং এপিঠ-ওপিঠ ভাল করে দেখে বলল) তোরা আংটি দিয়ে করবি কি, হাতে রাখলে বৈঠার চাপে ভেঙ্গে যাবে। আমি তোদের জন্য পয়সা নিয়ে আসি। (মোড়লের প্রস্থ

গান

রূপবান : চিনলি না চিনলি না মাঝি,
ও মাঝি অমূল্য রতন রে
শোন মাঝি মাঝিরে ॥

পয়সার কাঙ্গালী মাঝি রে
ও মাঝি ফিরবি নদীর বাঁকে রে
শোন মাঝি মাঝিরে ॥

যার কপালে আছে ধন রে,
ও মাঝি গেল তার কাছে রে
শোন মাঝি মাঝি রে ॥
চার পয়সায় কিনিয়া নিল রে,
ও মাঝি সাত রাজার ধন রে
শোন মাঝি মাঝি রে ॥
সাত দিন পরে দেখবি মাঝি রে,
ও মাঝি তার বাড়ী দালান রে
শোন মাঝি মাঝি রে ॥

:ম মাঝি : হায় হায়রে পাইয়া ধন হারাইলাম রে ভাই !

সপ্তম দৃশ্য

(রূপবান পথ চলছে। হঠাৎ বাঘের সাথে দেখা। বাঘ রহিমকে নেবার জন্য লাফ দিবে। রূপবান পিছন ফিরে বাঘের সামনে দাঁড়াবে। বিবেকের প্রবেশ)

গান

রূপবান : আমারে ধরিয়া খাও রে,
ও বাঘ রে খেওনা মোর পতি রে
বনের বাঘ বাঘ রে ॥
আহা রে নিদয়া বাঘ রে,
ও বাঘ দয়া নাই তোর মনে রে
বনের বাঘ বাঘ রে ॥
দুধের বোতল পড়ে গেল রে,
ও বাঘ তোমার কারণে রে
শোন বাঘ বাঘ রে ॥

Taj Tahir Foundation

(বাঘের প্রস্থান। চিন্তিত মনে রূপবান নত মস্তকে বসা থাকবে)

গান

রূপবান : আমি দুগ্ধ কোথায় পাই,
এ ঘোর অরণ্য মাঝে
দুগ্ধ কোথায় পাই।

মাতা ছাড়লাম পিতা ছাড়লাম শিশু স্বামীর কারণে
মনেরি বেদনা খোদা তোমাকে জানাই,
এ ঘোর অরণ্য মাঝে…॥
বাঘ আসিয়া বন মাঝে দুগ্ধ নিল কাড়িয়া
দুগ্ধ বিনে স্বামীর প্রাণ কি করে বাঁচাই,
আর কিছু চাই না খোদা স্বামীর প্রাণ চাই
এ ঘোর অরণ্য মাঝে…।

(বোতল হস্তে বিবেকের প্রবেশ)

গান

বিবেক : ধর ধর মা সতী তোল নত শির
তোমার করুণ কান্না শুনে প্রাণ যে অস্থির॥
আনিয়াছি দুগ্ধ আমি মোছ আঁখি নীর
দুধ খাওয়ায়ে রক্ষা কর প্রাণ তোমার পতির॥
ধর ধর ওগো মাতা তোল নত শির॥

(রূপবান ধীরে ধীরে মাথা তুলে)

রূপবান : কে, কে আপনি ?

বিবেক : আমি পরিচয়হীন এক ফকির মা। মা, যে বাঘে তোমার স্বামীর আহার্য নিয়েছিল, সে বাঘ নয়। তোমার স্বামীর

Taj Tahir Foundation

প্রতি কতটুকু ভালবাসা, তা পরীক্ষা করার জন্য এক ফেরেস্তা ব্যঘ্ররূপ ধারণ করে দুধের শিশি নিয়েছিল। এই নাও মা সেই শিশি। তোমার স্বামীর জীবন সম্ভাব।

(প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

(মালিনীর বাড়ী। উকুনওয়ালা ঝাকড়া চুলে মালিনী বসা। রূপবান রহিমকে কোলে নিয়ে ডাকতে ডাকতে প্রবেশ)

রূপবান : বাড়ীতে কে আছেন গো মাসী ?

মালিনী : কে গো তুমি, মাসী মাসী বলে কেন ডাকছিলে ? আমার কোন বোনঝি নাই গো। আমার এ জগতে আপন বলতে কেউ নেই।

রূপবান : তুমি দুঃখ করো না মাসী, মনে কর আমি তোমার বোনঝি। কিছুদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম মাত্র, আবার ফিরে এসেছি। যদি দয়া করে তোমার বাড়ীতে আশ্রয় দাও, তাহলে চিরজীবন তোমার কেনা হয়ে থাকব।

মালিনী : না গো বাছা, সে হবে না, তুমি অন্য কোথাও যাও।

গান

রূপবান :
নাইকো মাতা নাইকো পিতা গো,
ও মাসী এই জগৎ মাঝারে গো,
শোন মাসী মাসী গো ॥
কি করিব কোথায় যাব গো,
ও মাসী এ ভরা-যৌবনে গো
ও মোর মাসী গো ॥

Taj Tahir Foundation

আমি নারী তুমি নারী গো,
ও মাসী দয়া কর মোরে গো,
ও মোর মাসী গো ॥
পায়ে ধরি মিনতি করি গো,
ও মাসী, দয়া কর মোরে গো,
ও মোর মাসী গো ॥
তুমি যদি না দাও স্থান গো,
ও মাসী প্রাণ দিব ত্যাজিয়া গো,
ও মোর মাসী গো ॥

মালিনী : শোন মা, তোমার কোলে যে ছোট ছেলেটি রয়েছে, এটি তোমার কে ?

গান

রূপবান : এটি আমার স্নেহের ভাই গো,
ও মাসী কি বলব তোমারে গো,
ও মোর মাসী গো ॥
সে সব কথা বলতে গেলে গো,
ও মাসী জ্বলে ওঠে প্রাণ গো
ও মোর মাসী গো ॥

মালিনী : নিজের সংস্থান নিজে করতে পারলে থাক বাছা। ভাইরে বাবা, আমার কোলে আয়। (রহিমকে কোলে নিল)

রূপবান : মাসী, এই মাণিক্যটা বাজারে নিয়ে বিক্রি করে এস। ভাল একজন জহুরীর নিকট দিও, আর এই সঙ্গে এই চিঠি-খানা নিয়ে যাও জহুরীকে দিবে।

Taj Tahir Foundation

মাসী : আচ্ছা মা এর দাম কত ?

রূপবান : তা আমি কি করে বলব ? একজন ঈমানদার জহুরীর নিকট নও তিনি এর উচিত মূল্য দিয়ে নিবেন।

মাসী : আচ্ছা মা, আমি যাচ্ছি (পর পর উভয়ের প্রস্থান)

(জহুরী মাল-পত্র নাড়াচাড়া করছে, মালিনীর প্রবেশ)

নবম দৃশ্য

(পোদ্দার, পোদ্দারণী, মণ্টু ও মাসী উপবিষ্ট)

পোদ্দারণী : গদিঘর কি আমি ঝাড়ু দিব নাকি ?

পোদ্দার : তবে কে দিবে ?

পোদ্দারণী : কেন চাকর কোথায় ?

পোদ্দার : চাকর আমার কাছে নাকি ?

পোদ্দারণী : আমি কি বলছি তোমার কাছে ? এই মণ্টু ! মণ্টু !

(মণ্টুর প্রবেশ)

মণ্টু : এই পোদ্দার মশায় ধইরা লন। আরে ধইরা লন। আমার ঘেডি ডাইবা গেল। ধইরা লন।

পোদ্দার : এই মণ্টু এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে ?

মণ্টু : কেন, খেলাইতে গেছিলাম।

পোদ্দার : তোকে খেলাইবার জন্য রাখছি নাকি ?

মণ্টু : কেন পোদ্দারণীই ত কইছে ; মণ্টু খেলাইয়া আয়গা।

পোদ্দারণী : এই দুষ্টু বাজার কইরা আয়।

মন্টু : পোদ্দার মশায় পয়সা দেন, আরে পয়সা দেন। বাজার কইরা আসি, আরে পয়সা দেন মশায়।

পোদ্দার : এখন পয়সা কোথায় পাব। বউনি-বাটা হয় নাই। পোদ্দারণী! পয়সা দিয়ে দাও।

পোদ্দারণী : আমার কাছে পয়সা নেই।

মন্টু : আরে পয়সা দেন মশায়! পয়সা দেন।

পোদ্দার : আমি বলছি আমার নিকট পয়সা নেই। তুমি দিয়ে দাও।

পোদ্দারণী : আমি পয়সা কোথায় পাব? যা মন্টু বাজার কইরা আয়

মন্টু : পয়সা দেন পোদ্দার মশায়! আরে পয়সা দেন।

পোদ্দার : এই নিয়ে যা চারি আনার পয়সা। কি কি আনতে হবে পোদ্দারণীকে জিজ্ঞেস করে যা।

পোদ্দারণী : পান, সুপারী, খয়ের, চূণ, জর্দা, সাদা। চাউল আনলে আনবি, না আনলেও ক্ষতি নেই।

মন্টু : পোদ্দারণী আমাকে এক আনার পয়সা দাও।

পোদ্দারণী : এই দুষ্টু পয়সা দিয়ে কি করবি?

মন্টু : গেরাম ভাজা খাব।

পোদ্দারণী : এই নে। মন্টু হাত ছাড় তো, হাত ছাড়।

পোদ্দার : মন্টু নিয়ে যা, নিয়ে যা। আমার জাতিটা একেবারে ভস্ম করে দিলি। পোদ্দারণী তোমার নিকট নাকি পয়সা নেই, এখন পয়সা পেলে কোথায়?

পোদ্দারণী : কেন আমার বাপের বাড়ী হতে পয়সা এনেছি।

পোদ্দার : আজ বাপের কাছ থেকে, কাল ভাইয়ের কাছ থেকে এভাবে আমাকে একেবারে ফতুর করে ছাড়লে।

Taj Tahir Foundation

পোদ্দার : কেন বিয়ে করবার সময় মনে ছিল না, যে ইষ্টি-কুটুম বাড়ীতে আসবে ?

মন্টূ : পোদ্দারণী বেজায় ক্ষেপেছে ! আরে দূর ছাই, তোমাগো ঝগড়ার চোটে কি কি আনব সব ভুলে গেছি। কও আর কি কি আনতে হবে।

পোদ্দারণী : পান, সুপারী, চূণ, খয়ের, জর্দ্দা, সাদা। চাউল, ডাইল, তরকারী আনলে আনবি, না আনলে নাই। সাদা আনতেই হবে।

মন্টূ : চাউল, ডাইল, তরকারী, পান, সুপারী, সাদা আর তোমার লাইগা আনব কাচকলা। মশায় আপনি নাকি বেণী পোদ্দারের শালা।

পোদ্দার : যে বলেছে সেই আমার শালা।

(মন্টূর প্রস্থান ও ক্ষণপরে পুনঃ প্রবেশ)

মন্টূ : আরে পোদ্দার মশায়, ধইরা লন, ধইরা লন। আমার ঘেটি ডাইবা গেল! আরে মশায় ধইরা লন।

পোদ্দার : কি রে মন্টূ এত তাড়াতাড়ি কি করে এলি ?

মন্টূ : ট্রেনে আইছ। ধইরা লন।

পোদ্দারণী : মন্টূ, কি কি আনছিস।

মন্টূ : সবই আনছি ; কিন্তু সাদা আনতে ভুইলা গেছি।

পোদ্দারণী : কি ! যা খাইলে গোষ্ঠি বাঁচবে, তাই আনছ নাই। আনছ কতগুলি চাউলের ছাতা। তোরে আমি ভাত খাওয়াই না ?

মন্টূ : হা যে ভাত দেও তাতে আমার পেট ভরে না।

পোদ্দারণী : কি তোর পেট ভরে না ? আমাগো নিন্দা করছ ?

Taj Tahir Foundation

মন্টু : আমি নিন্দা করবই। আমার পেট না ভরলে বলব না?

পোদ্দারণী : শুনছ তোমার মন্টুর কথা। আমাগো এখানে ভাত খাইয়া বলে ওর পেট ভরে না।

পোদ্দার : কেন? আমি তো ওকে রাখতে মানা করেছিলুম, তুমিই তো বললে, মন্টু বড় ভাল ছেলে। খেতে পায় না। ওকে রাখ, ওকে রাখ। কিরে মন্টু, তুই আমার নিন্দা করস্ আমারমত খাওয়াইয়া কে আছে? আমার বাড়ীতে আধসের চাউলের ভাত রান্না হয়, তিন পোয়া চাউলের ভাত পান্তা হয়।

মন্টু : হু এই কথাই ত বাজারে বিকাইব।

পোদ্দার : বাজার থেকে চারি আনার বৈছা মাছ আনি। সবগুলি মাথা তুই খাস। আবার নিন্দা করিস।

মন্টু : বৈছা মাছের মাথা পেত্নীতে খায়।

পোদ্দারণী : তুমি তোমার মন্টুকে নিয়ে থাক। আমি আমার বাপের বাড়ী চললাম। (প্রস্থান)

পোদ্দার : যা যা মন্টু, তুইও যা।

মন্টু : এখন তুমারে কে রান্না করে দিবে।

পোদ্দার : কেন ও পাড়ার হরিপদের মা রান্না কইরা দিবে।

(পোদ্দার দোকানে ধূপ ধুনা দিচ্ছে, এমন সময়ে মাসীর প্রবেশ)

মাসী : পোদ্দার মশায় বাড়ী আছেন?

পোদ্দার : এই মন্টু চুপ কর। মা লক্ষ্মী আসছে।

মন্টু : কি লক্ষ্মী পেঁচা। ঐ যে কাঁঠাল গাছে বইয়া ভূত ভূতুম, ভূত ভূতুম করে।

পোদ্দার : আরে লক্ষ্মী পেঁচা না। মা লক্ষ্মী। খরিদ্দার আসছে। শোন মন্টু, তুই যদি ভাল ভাবে চলিস, তবে তোকে খুব সুন্দর দেইখ্যা বিয়া করাইব।

Taj Tahir Foundation

মন্টু : বিয়া করাইবেন খুব সুন্দর দেইখা, তার মুখটা যেন একটু কালা হয়।

পোদ্দার : এই দুষ্টু চুপ কর।

মাসী : পোদ্দার মশায় আমার জিনিষটি রেখে টাকা দিতে হবে।

পোদ্দার : মা লক্ষ্মী, আপনি এ জিনিষ কোথায় পেলেন? এতো বড় মূল্যবান জিনিষ।

মাসী : আমার বোনঝি আমাকে দিয়েছে।

পোদ্দার : মা লক্ষ্মী, আপনার কি কিছু বাজার সওদা করে দিতে হবে?

পোদ্দার : মন্টু বাজার থেকে মা লক্ষ্মাকে সওদা করে দে; কি কি আনতে হবে মা লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করে যা।

মন্টু : বল গো, তোমার কি কি আনতে হবে।

মাসী : চাউল, ডাইল, পান, সুপারী, খয়ের, সাদা।

মন্টু : আলু, কচু, আদা, পান, সুপারী, আর তুমার লাইগা আনমু লম্বা আলু।

পোদ্দার : এই নিন আপনার বাকী টাকা।

মন্ট : পোদ্দার মশায় ধইরা লন। আরে ধইরা লন মশায়, ঘেটি ডাইবা গেল।

পোদ্দার : মন্টু মা লক্ষ্মীকে দিয়ে আসতে পারবি না?

মন্টু : হ, পারুম না? এখন আমার ডবল শক্তি। বাড়ী দিয়া আহুম। হয় বাড়ী যাব, নয় অন্যখানে চইলা যাব।

পোদ্দার : সব একসঙ্গে নিতে পারবি?

মন্টু : হ, পারুম না, এখন আমার ডবল শক্তি। আপনি উঠাইয়া দেন, আমি এখন সব পারমু। চল গো মাসী, উঠাইয়া দিয়া আসি। আরে ওদিক দিয়া যাও। আমি মেয়ে মানুষের ছায়া পাড়াই না। (যাইতে যাইতে) মাসী তোমার মেসো নাই।

Taj Tahir Foundation

অষ্টম দৃশ্য

(স্কুল। রহিম, কাঁজল ও আর কয়েকজন ছাত্রের প্রবেশ)

পাগলা : আল্লা রে এ আমি কই আইলামরে! (চেয়ারে বসিয়া) এই দেখত আমারে মানাইছে কিনা। ঐ তাজেল আমার পা-টা একটু ঝোলাত।

কাঁজল : এই পাগলা দুষ্টমি করবি ত আমার আব্বার কাছে বলে দিব।

পাগলা : এ্যা, তর আবার আব্বা আইছিন্ কইত্যে গো। বাবা ডাক্তে ডাক্তে চোখের কড়ায় ঘা আইয়া গেছে গা। ঐ কাঁজল, তর আব্বা না একটা মেড়া গো।

১ম ছাত্র : এই পাগল তোর ব্যারাম আইতাছে।

পাগলা : ঐ তাজেল, ব্যারাম কিতা গো, আমি মইরা যামু গো।

(মাষ্টারের প্রবেশ)

মাষ্টার : এই দুষ্টু, এখানে বসছিস্ কেন? এই পাগলা বিড়ি খাস কেন রে?

পাগলা : না স্যার, ঐ কাঁজল কারে মারে গো। এর লাইগ্যাই তো আমি আরাম পাই না।

মাষ্টার : এই পাগলা, পড়া শিখছিস্?

পাগলা : হ. পড়া শিখছি না।

মাষ্টার : পড়।

পাগলা : (কাপড় কাচিয়া) ঐ কাঁজল, এই সিলেট, পেন্সিল মার কাছে গিয়া কইছ, তোমাগো পাগলা পোলা যে পড়বার গেছে, ফিইরা আয়ে কিনা অসম্ভব। ইমুন পড়া পড়মু, জন্মের পড়া পড়মু।

Taj Tahir Foundation

মাষ্টার ঃ এই পাগল, কি করছিস ?

পাগলা ঃ কেন আপনিই ত পড়তে কইছেন।

মাষ্টার ঃ তরে এই পড়া পড়তে কইছি রে। তোরে বইয়ের পড়া পড়তে কইছি।

পাগলা ঃ অ আল্লারে কিয়ের মাঝে কিরে। আমারে কইছে বইয়ের পড়া পড়বার, আর আমি গেছি উপ্‌তাইয়া পড়বার।

মাষ্টার ঃ পৌণে পাঁচ সের, টাকায় কয় সের হইল।

পাগলা ঃ দাঁড়াও কি গো কাঁজল, আমারে উঠবার কয়। এইডা অগ জিগান। আমি এইডা পারিঅই।

মাষ্টার ঃ (১ম ছাত্রকে) আচ্ছা তুমি বল।

১ম ছাত্র ঃ দশ বার সের অইবার পারে।

মাষ্টার ঃ (২য় ছাত্রকে) তুমি বল। (বেত্রাঘাত)

২য় ছাত্র ঃ পনর সের।

মাষ্টার ঃ রহিম তুমি বল পৌনে পাঁচ সের টাকায় কয় সের ?

রহিম ঃ স্যার, দুই মণ।

মাষ্টার ঃ কি করে হল ?

রহিম ঃ পৌণে পাঁচ সের অর্থাৎ এক পণে বা এক আনায় পাঁচ সের, পাঁচ ষোল আশি সের বা দুই মণ।

পাগলা ঃ স্যার, আজ সকালে রহিমের কাছ থেকে হিসাবটা শিখ্যা নিছে। (রহিমকে সরাইয়া নিয়া) এই রহিম মাষ্টার সাব যদি তরে জিগায়, তবে কইছ পাগলার নিকট হতে এ হিসাবটা শিখ্যা আইছি। তুই না একথা কইয়া আমার নামডা একবার ফাডাইয়া দিবি।

Taj Talim Foundation

মাষ্টার : কি রহিম, তুমি আজ সকালে পাগলার নিকট হতে এই হিসাব শিখেছ ?

রহিম : না স্যার। পাগলা মিথ্যা কথা বল্‌ছে।

মাষ্টার : (পাগলাকে মারিয়া) এই পাগলা রহিমকে কি বল্‌ছিস ?

পাগলা : আমি তো রহিমকে কিছু কই নাই। ওই আমারে কয় কি, এই পাগলা মাষ্টার সাব য দ কয় অঙ্ক কে শিখাইয়া দিছে, তখন আমি তর নাম কমু। আমি কইছি, এটা তর ইচ্ছা।

মাষ্টার : কাঁজল, পড়া শিখেছ।

কাজল : না স্যার, পড়া শিখিনি।

মাষ্টার : তা শিখবে কেন ? তোমরা হলে বড়লোকের মেয়ে।

পাগলা : স্যার আমারে কইতে দেন। কাঁজল কেমনে পড়া শিখব। কাঁজল আমারে কয়বি, পাগলা চল খেলাইয়া আসি; আমি কই কি খেলুম না, খেলুম না।

Taj Tahir Foundation

মাষ্টার : আচ্ছা কাঁজল, মোসলমানদের মধ্যে সতী নারী কে ?

কাঁজল : বিবি আসিয়া স্যার।

মাষ্টার : আচ্ছা রহিম হিন্দুদের মধ্যে সতী নারী কে ?

রহিম : স্যার, সীতা।

মাষ্টার : আচ্ছা সীতার অপর নাম জানকী ?

পাগলা : Yes……

মাষ্টার : এই দুষ্টু (বেত্রাঘাত)

পাগলা : কেন স্যার, আপনি ত কইছেন সীতার অপর নাম জানকী ? সীতার ত নামই দুইডা, একটি সীতা, অপরটি জানকী। আমি কইছি Yes……

মাষ্টার : এই পাগলা তোর নাম কি ?

পাগলা : আপনিই কন্।

মাষ্টার : আমি তোর নাম কি করে জানব ?

পাগলা : আমার নাম আপনের মুখ দিয়া বওয়ামো। আচ্ছা তিনটা তার দিয়া যে যন্ত্র বাজায় তার নাম কি ?

মাষ্টার : সেতারা।

পাগলা : একটা বাদ দিলে।

মাষ্টার : দু'তারা।

পাগলা : আর একটা বাদ দিলে।

মাষ্টার : একতারা।

পাগল : তবে আমার নাম একতার আলী পাগলা।

কাঁজল : স্যার পাগলা আমাগো বাড়ী চাকর থাকে।

পাগলা : অই তর বাবা আমারে চাকর রাখতে পারব। তর বাবায় না তর মার কাছে পইরা থাহে। স্যার তাজেল আমারে কয় কি ঐ পাগলা চল্ খেলাইয়া আইগা।

পট পরিবর্ত্তন

(সকলের প্রস্থান ও খেলার মাঠে গমন)

(খেলার আসরে কাঁজলের গান)

প্রাণ সখীরে, মন না জেনে প্রেমে মইজ না।
আগে না জানিলে গো তারে,
প্রেম করিলে পড়বে ফেরে

Taj Tahir Foundation

শেষে কাঁদলে আর ত সারবে না ॥
পীরিতের এমনি গো ধারা, এক
প্রেমেতে দুইজন মরা
নইলে প্রেম আর ত রবে না ॥
আমি করি বন্ধুর গো আশা,
তুমি কাঁজল সর্বনাশ।
এত জ্বালা প্রাণে সহে না ॥
এত দুঃখ প্রাণে সহে না ॥
শোন সখী গো, মন না জেনে
প্রেমে মইজ না ॥

(সকলের প্রস্থান)

Taj Tahir Foundation

নবম দৃশ্য

(রূপবান, মালিনী মাসী, রহিম, মাষ্টার, কাঁজল, খালেক, মালেক ও বেটকচান)

রূপবান ঃ মাসী, রহিম বেশ বড় হয়েছে, তাকে নিয়ে একটা স্কুলে ভর্তি করে দাও না? এই তার শিক্ষার সময়।

মাঃ মাসী ঃ দেব মা, তা আর তোমাকে বলতে হবে না। বাড়ীর নিকটেই বাদশা ওমর সুতুলতানের বাড়ীতে বড় একটা ইস্কুল আছে। ঐ স্কুলেই রহিমকে ভর্তি করে দেব।

(স্কুল বসছে, মাঃ মাসীর রহিমকে নিয়ে প্রবেশ)

মাঃ মাসী : সেলাম মাষ্টার সাহেব।

মাষ্টার : সেলাম, কি সংবাদ।

মাঃ মাসী : আমি এসেছি এই ছেলেটিকে নিয়ে আপনার স্কুলে ভর্তি করে দিতে। এর ভর্তি ফিস কত লাগবে ?

মাষ্টার : এর ভর্তি ফিস লাগবে তিন টাকা।

মাঃ মাসী : মাষ্টার সাহেব এই নিন টাকা। একটু মনোযোগ দিয়ে মানুষ করবেন। আর দয়া করে আপনার সুদৃষ্টি রাখবেন এর উপরে। আসি মাষ্টার সাহেব।

(প্রস্থানোদ্যত)

মাষ্টার : শোন মালিনী, ছেলেটির নাম রেখেছো কি ? ভর্তি বইতে নাম লিখে নিতে হবে। খাতাখানাও রয়ে গেছে বাড়ীতে ; তুমি নামটি বলে যাও। বাড়ী গিয়ে লিখে নেব।

মাঃ মাসী : নাম রহিম। দুনিয়াতে ওর মা বাবা কেও নেই। আমার এখানেই আছে। আমার বোনপো। একটু দেখবেন তাহলে। (প্রস্থান)

(মাষ্টার একজন একজন করিয়া নাম জিজ্ঞেস করবে ১ম খালেককে)

মাষ্টার : এই তোমার নাম কি ?

খালেক : আমার নাম, আমার নাম···মালেক রে আমার নাম না জানি কিরে মালেক ?

মালেক : তোর নাম না খালেক।

খালেক : হা হা হা, খালেক, আমার নাম হইল খালেক।

Taj Tahir Foundation

মাষ্টার : আহা ! কত বড় পণ্ডিত ছাত্র আমার। নিজের নাম বলতে ভুলে যায়। বস তুই। (বেঢকচানকে) এই তোর নাম কি ?

বেঢকচান : আমার নাম শুনলে হাসবেন না ত স্যার ?

মাষ্টার : না হাসব কেন ?

বেঢকচান : যেমন দেখতে বেঢক আকাশের চান, আমার নামও তেমনি বেঢকচান।

মাষ্টার : বস তুই। (মালেককে) এই তোর নাম কি ?

মালেক : আমার নাম মালেক।

মাষ্টার : তুই আর খালেক কি ভাই ভাই ?

খালেক : ওর বাবায় আমার বাবা। আমার বাবায় ওর বাবা। কাজে কাজেই আমরা বাবাত ভাই।

মাষ্টার : বেয়াদব কোথাকার, বস তুই (খালেককে) এই খালেক তুইব বল তো, দুনিয়াতে চক্ষু বড় কার ?

খালেক : সবচেয়ে চক্ষু বড় পেঁচার।

মাষ্টার : কেমন করে পেঁচার চক্ষু বড় হল বুঝায়ে বল ?

খালেক : আমি কি মাষ্টার নাকি যে আপনাকে বুঝায়ে বলব ?

মাষ্টার : আরে বোকা ব্যাখ্যা করে না বললে কেমন করে বুঝব যে উত্তর ঠিক হয়েছে।

খালেক : ও, আচ্ছা শুনুন তবে, আমি আজ স্কুলে আসার সময় নন্দা নাপিতের ভিটের উপর দিয়ে এসেছি। দেখি কি ঐ ভিটার একটা গাব গাছের ডালের উপর একটা পেঁচা বসে আছে।

Taj Tahir Foundation

আমাকে দেখে এমনভাবে তাকাল, দেখলে আপনারও ভয় লেগে যেত!

মাষ্টার : আচ্ছা কেমন করে তাকাল ?

খালেক : এই এমন করে... (চক্ষু বড় করে গাল ফুলায়ে দাঁড়ায়ে থাকবে)

মাষ্টার : এই খালেক, খালেক ? (ঝাকুনি দিয়ে)

খালেক : ও, আমাকে ডাকছেন ?

মাষ্টার : হ্যা, তুই অমন করলি কেন ?

খালেক : আপনাকে ভয় দেখালাম স্যার।

মাষ্টার : দুষ্ট কোথাকার, বস। আচ্ছা মালেক, তুই বল তো কার চক্ষু বড় ?

মালেক : আমি বলি সবচেয়ে চক্ষু বড় চিলের।

মাষ্টার : কেমন করে চিলের চক্ষু বড় বুঝাইয়া বল ?

মালেক : চিল যখন আকাশ পথে উড়ে যায়, গৃহস্থ বাড়ীতে যদি দুই দিনের মোরগের বাচ্চাও থাকে, অত উপর হতে তাও দেখতে পায়, আর অমনি ছো মেরে এসে বাচ্চাগুলি ধরে নিয়ে যায়। যদি চিলের চক্ষু ছোট, হত তাহলে অত উপর থেকে মোরগের বাচ্চাগুলি দেখতে পেত না। অতএব চিলের চক্ষু বড়। এর মধ্যে আর ভুল নাই।

মাষ্টার : হয় নাই। তুই বল কার চক্ষু বড় ?

বেচকচান : আমি বলি মশার চক্ষু সবচেয়ে বড়।

মাষ্টার : কেমন করে মশার চক্ষু বড় হল ?

Taj Tahir Foundation

বেচকচান : শোনেন তবে, রাত্রি বেলায় আলো ছাড়া আমরাও কিছু দেখি না। কিন্তু মশারী না খাটায়ে শুলে অন্ধকারের মধ্যেও মশার হাত থেকে রেহাই পাই না। কাজেই মশার চক্ষু সবচেয়ে বড়।

মাষ্টার : হয় নাই। কাঁজল কন্যা বল তুমি, কিসের চক্ষু সবচেয়ে বড় ?

কাঁজল : সবচেয়ে চক্ষু বড় শকুনের।

মাষ্টার : কেমন করে শকুনের চক্ষু বড় হল ?

কাঁজল : শকুন যখন উড়তে থাকে, নিচে মাটির উপর যদি ক্ষুদ্র একটা মরা কিছু থাকে, তাও দেখে ফেলে। আর অমনি প্যারাসুটের ছাতার মত নিচে নেমে আসে। এতদূরে থেকে দেখে বলেই বলছি শকুনের চক্ষু সবচেয়ে বড়। (খালেক, মালেক, বেচকচান সকলে সমস্বরে) হয়েছে হয়েছে, ঠিক হয়েছে।

Taj Tahir Foundation

মাষ্টার : শয়তানের দল চুপ চুপ। ফের কথা বলবি তো মেরে খুন করে ফেলব। হয় নাই তোর উত্তর।

খালেক : হবে না কেন ? একে তো রাজার মেয়ে তার উপর খায় ঘি, কোর্মা, পোলাও, জর্দা, বিরানী, কালিয়া, কোপ্তা। তাব মাত্তা আমাদের থেকে ছাফ আছে। অতএব এক শ’ বার হবে।

মাষ্টার : (পিট্টি দিয়া) চুপ বেয়াক্কেল। ফের কথা বললে পিটিয়ে চামড়া তুলে দেব। রহিম তুমি বল তো দুনিয়াতে সব চেয়ে চক্ষু বড় কার ?

খালেক : আমাদের কথাই যখন হল না তখন মালীর ছেলে রহিম বলবে কি ? বেশী বললে বলবে জবাফুল, গান্দাফুল ?

মাষ্টার ঃ (পিট্টি দিয়া) চুপ শয়তান। কি বলে না বলে তুই কি করে জানিস? ফের কথা বলবি না বলছি।

মালেক ঃ (মুখ চেপে ধরে) এই চুপ আর কথা বলবি না।

রহিম ঃ আমি বলি সবেচেয়ে চক্ষু বড় আল্লার।

মাষ্টার ঃ কেমন করে আল্লার চক্ষু বড়?

রহিম ঃ আল্লাহ সর্বশক্তিমান। সপ্ত আকাশ সপ্ত জমিনের মধ্যে যে যেখানে যে অবস্থায় আছে, আল্লাহ সকলেক সর্বাবস্থায় দেখে-শুনে লালন পালন করছেন। কাজেই আল্লাহর চক্ষু দুনিয়াতে সবচেয়ে বড়।

(সকল ছাত্র এক সঙ্গে) হয় নাই, হয় নাই।

মাষ্টার ঃ এই গাধার দল, কেমন করে হয় নাই? চুপ, চুপ কর বলছি?

খালেক ঃ এত পুরানো কথা, সকলেই জানে।

মাষ্টার ঃ জান, অথচ বল নি। তোমরা যে বড় গাধা তা কি আমার জানতে বাকী আছে? বাবা রহিম, তোমার উত্তর শুনে আমি খুব খুশী হয়ে তোমাকে আমার কলমটি উপহার দিলাম। তুমি ঠিক এই জায়গায় বসে পড়াশুনা কর। খালেক, কোন গোলমাল কর না। যার যার পড়া ঠিকমত পড়। আমার এক জায়গায় বিশেষ দরকার আছে, একটু ঘুরে আসি।

(মাষ্টারের প্রস্থান)

খালেক ঃ মালেক রে, আজ আমি স্কুলের মাষ্টার, আমি একটু বসে বসে ঘুমাই। তুই সকল ছাত্রের পড়া নে।

মালেক ঃ ভাইরে, তুই আজ বোর্ড স্কুলের হেড মাষ্টার, আর আমি তোর এ্যাসিসট্যান্ট। দে বেতটা আমার নিকট দে, আমি সকলের পড়া নেই।

কাঁজল ঃ শোন খালেক মালেক? বেচকচান, তোমার ছুটি, তুমি বাড়ি যাও। (বেঃ চাঃ প্রঃ) বুঝলে খালেক-মালেক, রহিমের সাথে আমার একটু গোপন কথা আছে, তোমরা একটু বাইরে অপেক্ষা কর। যখন ডাকি তখনই চলে আসবে, যাও।

(খালেক মালেক বাহিরে অবস্থান)

শোন রহিম, আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নেই যে, তোমার সাথে আমার দেখা হবে। ঘটনাক্রমে কোথা হতে তুমি এসে আমাদের স্কুলে ভর্তি হলে। স্কুলে তো ভর্তি হলেই, এমন কি আমার হৃদয় সিংহাসনও অধিকার করে বসলে। জানি না কোথায় তোমার বাড়ী, কি তোমার পরিচয়। তবুও নির্বিচারে তোমাকে পাওয়ার জন্য মন আমার ব্যাকুল।

(কাঁজল কন্যা গাইবে)

গান

শোন শোন প্রাণের রহিম রে
ও রহিম, শোন মন দিয়ারে
প্রাণের রহিম রে ॥

Taj Tahir Foundation

আমায় যদি ভালবাস,
ও রহিম কিনে দেব জ.মারে
প্রাণের রহিম রে ॥

গান

রহিম ঃ ভালবাসা কাকে বলে গো,
ও কন্যা আমি নাহি জানি গো
শোন কন্যা গো ॥
আমি হইলাম মালীর পুত্র গো,
জামা নাহি চাই গো
শোন কন্যা গো ॥
কাঁজল ঃ তুমি যদি আমার হওরে,
ও রহিম আমি হব দাসী রে
প্রাণের রহিম রে ॥
আমায় দাসী করিলে রে
ও রহিম কিনে দিব জুতা রে
প্রাণের রহিম রে ॥

গান

রহিম ঃ আমি হইলাম মালীর পুত্র গো,
ও কন্যা জুতার দরকার নাই গো,
শোন কন্যা গো ॥

Taj Tahir Foundation

কাঁজল : আমায় যদি ভালবাসরে,
ও রহিম কিনে দিব ঘোড়া রে,
প্রাণের রহিম রে ॥

গান

রহিম : আমি হইলাম ছোট জাতি গো,
ও কন্যা ঘোড়া নাহি চাই গো,
শোন কন্যা গো ॥

কাঁজল : শোন প্রাণ আমার, তুমি বোধ হয় জান না যে আমি কে, যদি আমার পরিচয় পেতে, তাহলে আমাকে ভালবাসতে দ্বিধাবোধ করতে না। আমি এদেশের বাদশা ওমর সুলতানের একমাত্র আদরের কন্যা। তুমি আমার তাপিত প্রাণকে শীতল কর।

রহিম : শোন বাদশাজাদী, তুমি আমাকে কি বলছ তার অর্থ আমি বুঝিনে, তবে এইটুকু বুঝেছি মাত্র—দাসী, ঘোড়া, জামা, জুতায় আমার দরকার নাই। তোমার যা খুশী করতে পার।

কাঁজল : আমি বুঝতে পেরেছি রহিম, তুমি সহজ পাত্র নও। তোমাকে পেতে হলে নরম ও গরম সব রকমই হওয়া দরকার। কোথায় খালেক-মালেক ?

(খালেক মালেকের প্রবেশ, রহিম পড়ছে)

মালেক : কিগো কন্যা ? এতদিন ওঠা বসা আমাদের সাথে, আজকে আবার রহিম তোমার কেমন বান্ধব হয়ে দাঁড়াল যে তাকে ছাড়া—।

Taj Tahir Foundation

কাঁজল ঃ তা দিয়ে তোমার কি দরকার, আমি যা বলি লক্ষ্য করে শোন ! আমার হয়ে রহিমকে কতক্ষণ মারবে। পারবে তো মালেক ?

মালেক ঃ বিনা অপরাধে একটা মানুষকে আমরা মারব তা, কোন লাভে ?

কাঁজল ঃ লাভ তোমাদের হবে। আমি তোমাদের ৫০টি টাকা দেব।

খালেক ঃ কিরে মালেক, টাকা যখন দিবে, না হয় এক চোট বুঝে দেখি কেমন ?

মালেক ঃ নারে ভাই, একে তো রাজার মেয়ে, টাকা দেয় কি না দেয়, তাইবা কে জানে ? তবে মারতে যখন হবে, তখন টাকাটা আগে নেওয়াই ভাল।

খালেক ঃ শোন কন্যা মারামারির কাজ বুঝলে তো, টাকাটা তাহলে এখন দিচ্ছ না ?

কাঁজল ঃ কেন, কাজ না করতেই পয়সা ! আগে কাজ কর পরে মজুরী। একেবারে ৫০ টাকা।

মালেক ঃ না বাবা, ৪০।৫০ যাই দাও নগদ নারায়ণ। তা নাহলে আমরা পরব না।

কাঁজল ঃ টাকা আমি কি তোমাদের জন্য স্কুলে নিয়ে এসেছি ? আগামীকাল তোমাদের টাকা নিয়ে আসব। কোন চিন্তা কর না বুঝলে ?

Taj Tahir Foundation

(খালেক মালেক রহিমকে মারতে লাগল)

রহিম ঃ আমাকে আর মেরো না। তোমাদের পায়ে পড়ি।

খালেক ঃ আগামীকাল যদি ভাল পরিষ্কার কাপড় পরে স্কুলে আসতে পার, আসবে, নচেৎ আর আসবে না, বুঝলে মালীর পো ?

পট পরিবর্ত্তন

(খালেক-মালেকের প্রস্থান, পরে রহিমের ধীরে ধীরে প্রস্থান)

(রূপবান, মাঃ মাসী দূর থেকে রহিমের চোখে জল ও বিমর্ষ ভাব দেখবে। রহিম যখন আসরে আসবে, তখন রূপবান পর্দার আড়ালে থাকবে)

গান

রূপবান ঃ মাসী গো আর দিন আসে রহিম গো মাসী
হাসিতে খেলিতে।
আজ কেন আসে রহিম গো মাসী কাঁদিতে কাঁদিতে
ও মোর মাসী গো।
মাসী গো আগাইয়া আন গো মাসী রহিম প্রাণ বন্ধুরে
দুঃখ দেখলে গো মাসী পরাণ বিদরে গো
ও মোর মাসী গো।

Taj Tahir Foundation

(মাসী রাস্তায় অগ্রসর হবে, রহিম খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্রবেশ করবে)

গান

রহিম : মাসী গো যে মার মেরেছে আমায় গো
ও মাসী খালেক ও মালেক
মাইরের চোটেতে মাসী গো
হাটিতে না পারি গো
ও মোর মাসী গো।

মালিনী : বাবা রহিম, তুমি হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও আগে, তারপর খেলা করতে মাঠে যাও। আমি তোমার জন্য আজই নূতন কাপড় এনে রাখব। আগামীকাল নূতন কাপড় পরে স্কুলে যাবে কেমন য ও বাবা।

(রহিমের প্রঃ)

রূপবান : মাসী গো আজই তুমি জহুরীর নিকট যাও এবং রহিমের জন্য সুন্দর জামা কাপড় কিনে আন। ছেড়া পোষাক পরে স্কুলে গেলে ছেলেরা আজও মারবে।

মালিনী : সে কথা আর তোমাকে বলতে হবে না মা। রহিমের জন্য আমার কি দরদ কম। আমি এখনই যাই।

(পরপর সকলের প্রস্থান)

Taj Tahir Foundation

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(স্কুল বসেছে। মাষ্টার, খালেক, মালেক, বেঢকচান, কাঁজলকন্যা, রহিম। রহিম রাজার পোষাক পরে স্কুলে আসছে।)

রহিম : আচ্ছালামু আলাইকুম।

মাষ্টার : ওয়া আলাইকুম সালাম। বস বাবা, এখানে বস।

(সকলেই এসে বসল)

খালেক : মাষ্টার সাহেব, মালিনীর ছেলে রাজপোষাক কোথায় পেল?

মালেক : পাবে আর কোথায়? হয়ত কোন রাজবাড়ী থেকে চুরি করে এনেছে।

মাষ্টার : চুপ। কোন কথা শুনতে চাই না। ফের কথা বললে ভাল হবে না বলছি। সকলেই একটি অঙ্ক লিখ। একটা বাগানে ১১টি আম গাছ আছে। প্রত্যেকটি গাছে ৯:টি করে শাখা আছে। প্রতিটি ডালে ১৯টি করে আম আছে। ঐ বাগানে মোট আমের সংখ্যা কত?

(কতক্ষণ পরে)

খালেক : আমার অঙ্ক করা হয়েছে স্যার।

মাষ্টার : বল, তোমার আমের সংখ্যা কত হল?

Taj Tahir Foundation

খালেক : আমার হয়েছে ১ লক্ষ আশি হাজার ২ শত ৯টা।

মাষ্টার : অঙ্ক হয় নাই। মালেক তোমার কত হয়েছে ?

মালেক : আমার হয়েছে ২ লক্ষ ২রা নব্বই হাজার ৩ শত ৭টা।

মাষ্টার : তোমারটাও হয় নাই। বেটকচান, বল তোমার কত ?

বেটকচান : আমার হয়েছে ৯ কোটি।

মাষ্টার : হয় নাই।

মাষ্টার : কাঁজল তোমার কত হয়েছে ?

কাঁজল : আমার হয়েছে ১ কোটি ৮৫ হাজার ৩ শত ১৯টা।

মাষ্টার : হয় নি, রহিম তোমার কত হয়েছে ?

রহিম : আমার হয়েছে ১ কোটি ৮৬ হাজার ২ শত ১৯টি।

মাষ্টার : সাবাস, সাবাস, রহিম, তোমার অঙ্ক হয়েছে। তোমার উত্তর শুনে খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। আজ তোমাদের ছুটি। (রহিম একমনে বই খাতা বাঁধা-ছাদা করছে। তাদের কথার দিকে তার কোন লক্ষ্য নাই। কাঁজল কন্যার গান গাইছে।)

Taj Tahir Foundation

গান

কাঁজল : সোনার বাটায় পান সাজলাম রে তোমার লাগিয়া

আয় রে আয় রে রহিম হৃদয়ে মিশিয়া॥

তোমার পায়ের ধূলি দিব মুছিয়া মাথার কেশ দিয়া,

আয় রে আয় রে রহিম হৃদয়ে মিশিয়া॥

আমায় যদি ভালবাস রে রহিম তোমায় রাজা বানাইয়া

আয় রে আয় রে রহিম হৃদয়ে মিশিয়া॥

ওরে ফুটন্ত ফুলেতে বসায়ে রহিম মধু পান করাইয়া,
আয় রে আয় রে রহিম হৃদয়ে মিশিয়া ॥

রহিম ঃ আমি হইলাম মালীর পুত্র গো কন্যা রাজ্যে কি হইবে হায়
গো, শুনিলে হাসিবে দেশের লোকে ॥

ফুলের মালা গাঁথি গো কন্যা নহি অলিকুল গো
শুনিলে মারিবে তোমার বাপে ॥

কাজল ঃ রহিম, সাধে বলে সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না। এখন দেখছি ঘি ওঠাতে হলে আঙ্গুল বাঁকা করতে হবে। কোথায় খালেক? (উভয়ের প্রবেশ) তোমরা এখন দেখ! আমি যাই। (প্রস্থান)

(উভয়ে মারতে লাগল)

Taj Tahir Foundation

গান

রহিম ঃ মেরো না মেরো না ভাইরে ধরি তোমার পায় রে
ও মোর ভাইয়া রে ॥
কি দোষ করেছি ও ভাইরে তোমাদের কাছে রে
ও মোর ভাইয়া রে ॥
ভাই বেরাদর নাই ওরে আমার এই জগৎ মাঝারে
ও মোর ভাইয়া রে ॥
পায়ে ধরি মিনতি করি ভাই রে দয়া কর মোরে রে
ও মোর ভাইয়া রে ॥

খালেক ঃ দয়া তোমাকে করতে পারি, যদি আগামী দিন ঘোড়া নিয়ে স্কুলে আসতে পার। ঘোড়া নিয়ে স্কুলে আসতে পারলে তোমার জন্য মঙ্গল, নচেৎ তোমার পিঠে চামড়াও থাকবে না, বুঝলে চাঁদ! মনে থাকবে? যাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(পরদিন ঘোড়ার পৃষ্ঠে উঠে রহিমের প্রবেশ)

মাষ্টার ঃ রহিম তোমাকে জরির জামা আর উড়িয়াবাজ ঘোড়া কে দিয়েছে?

রহিম ঃ স্যার, জরির জামা দিয়েছে আমার দিদি, আর উড়িয়াবাজ ঘোড়া দিয়েছে ব্যাধ।

মাষ্টার ঃ শোন রহিম, বাদশার আদেশ আগামীকল্য তোমাকে স্কুলে আসতে হলে হাতীর উপর আম্বেরা দিয়ে আসতে হবে, নতুবা তোমাকে ক্লাসে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আর শোন, তুমি বাড়ীতে গিয়ে তোমার মাসীমাকে বলবে, মাসীমা! আমি আর বৈঠকখানায় বসে ভাত খাব না। আমি রন্ধনশালায় বসে ভাত খাব। যখন তোমার দিদি তোমাকে ভাত দিতে আসবে, তখন তুমি তোমার দিদিকে তাড়িয়ে দিবার ব্যবস্থা করবে। তবেই তুমি বুঝতে পারবে সে তোমার কেমন দিদি। যাও আজ তোমাদের ছুটি।

(প্রস্থান)

Taj Tahir Foundation

গান

রহিম ঃ কোথায় পাব টাকা পয়সারে ও আল্লা কোথায় পাব হাতী রে
আমার আল্লা আল্লা রে।

কেবা প্রাণের বান্ধব হইয়ারে ও আল্লা দিবে হাতী কিইনারে
আমার আল্লা আল্লারে ॥

কাঁজল ঃ আমি তোমার বান্ধব হইয়া গো ও রহিম দিব হাতী
কিইনা গো শোন রহিম রহিম গো ॥

আমার সাধের যৌবন গো ও রহিম তোমার লাগিয়া গো
শোন রহিম রহিম গো ॥

আমায় যদি ভালবাস গো ও রহিম যৌবন করব দান গো
শোন রহিম রহিম গো ॥

রহিম ঃ চাই না তোমার ভালবাসা গো ও কাঁজল চাই না তোমার
যৌবন গো শোন কাঁজল কাঁজল গো ॥

আমার দিদি শুনলে কাঁজল গো ও কাঁজল পাগলিনী হবে গো
শোন কাঁজল কাঁজল গো ॥

তোমায় যদি ভালবাসি গো ও কাঁজল লোকে মন্দ বলবে গো
শোন কাঁজল কাঁজল গো ॥

কাঁজল ঃ লোকের মন্দ পুষ্প-চন্দন ও রহিম পরেছি মোর গলে গো
শোন রহিম রহিম গো ॥

হাতে ধরি পায়ে পড়ি গো ও রহিম চল আমার বাড়ী গো
শোন রহিম রহিম গো

Taj Tahir Foundation

রহিম ঃ তোমার পিতা শুন্‌লে কাঁজল গো ও কাঁজল মাথা নিবে
আমার গো শোন কাঁজল কাঁজল গো ॥

আচ্ছা কাঁজল, সত্যি তুমি আমায় হাতী কিনে দিবে? ফাঁকি দেবে না তো?

কাঁজল ঃ না, আমি তোমায় ফাঁকি দেব না। সত্যি তোমায় হাতী কিনে দেব। আচ্ছা তাহলে এখানে একটু বস।

(যেতে উদ্যত। এমন সময় রূপবানের প্রবেশ ও গান)

রূপবান ঃ গান

সাগর কূলের নাইয়া রে অফর বেলায় মাঝি
তুমি কোথায় চলছ বাইয়া রে।
বার বচ্ছর রইলাম মাঝি পার ঘাটায় বসিয়া
বেলা গেল সন্ধ্যা হল মাঝি তোমার পানে চাইয়া
তুমি কারে যাও হাসাইয়া মাঝি রে
ও মাঝি আমায় যাও কাঁদাইয়া রে ॥
কারে ডেকে বলছ মাঝি আমার নায়ে আয়
আমায় দেখে বলছ মাঝি তোমার নায় তো জায়গা নাই।
তুমি রং বেরঙের বৈঠা বাইয়ারে ও মাঝি, কোথায় যাও চলিয়া রে
কিরূপ তোমার তরীখানি কিরূপ তোমার ছিয়া
ঢেউয়ের তালে নেচে নেচে মাঝি কোথায় চল্‌ছ বাইয়া
তুমি কাঁজলের প্রেমে পড়ে রে ও মাঝি আমায় যাও ছাড়িয়া রে ॥

(রহিমকে নিয়ে প্রস্থান)

Taj Tahir Foundation

তৃতীয় দৃশ্য

(রহিম ও মাসীর প্রবেশ)

রহিম ঃ মাসীমা, আমি আর বৈঠকখানায় বসে ভাত খাব না। আমি রন্ধনশালায় বসে ভাত খাব। মাসীমা গো, আমার দিদি কোথায় ?

মাসী ঃ তোমার দিদি রন্ধনশালায় বসে আছে। তুমি যাও।

(প্রস্থান)

(রূপবানের খাবার নিয়ে প্রবেশ)

রহিম ঃ এই দুনিয়ায় আমার আপন বলতে আর কেউ নেই।

রূপবান ঃ কেন দাদা এমন কথা বলছ। এ দুনিয়ায় তোমার কেউ নেই ? তোমার মাসী আছে, দিদি আছে। বল আর কি চাও ?

রহিম ঃ আমি কিছু চাই না। তুমি মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে আমায় আকুল করে তুল না। যাও, তুমি আমার সম্মুখ হতে সরে যাও ঃ আমি আর তোমায় দেখতে চাই না।

রূপবান ঃ দাদা, তুমি আমার সঙ্গে এমন করে রাগ করছ কেন ? আমায় ক্ষমা কর।

রহিম ঃ ক্ষমা ? ক্ষমা তোমার নেই। তুমি আমার সম্মুখ থেকে চলে যাও।

Taj Tahir Foundation

গান

রূপবানঃ হাতে ধরি পায়ে পড়ি ও ছোক্‌রা ক্ষমা কর আমারে,
আমার ছোক্‌রা বন্ধু বন্ধু রে ॥

রহিম ঃ ক্ষমা নেই দিদি। তুমি কাল আমাকে যে অপমান করেছ, আমি-লোক সমাজে মুখ দেখাতে পারছি না। তুমি আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যাও।

গান

রূপবান ঃ অসময় নিদান কালে রে ও ছোক্‌রা পাই যেন তোমারে রে,
আমার ছোক্‌রা বন্ধু বন্ধুরে ।।

রহিম ঃ দিদি গো আমি কত নারী দেখেছি, কিন্তু তোমার মত নির্লজ্জ নারী তো কখনও দেখি নি। তবে তুমিই থাক, আমি চলে যাচ্ছি।

রূপবান ঃ না দাদা, তুমি যেও না, আমিই চলে যাই।

গান

রূপবান ঃ দাসী বিদায় হল বন্ধু রে ও বন্ধু এ জনমের তরে রে
আমার ছোক্‌রা বন্ধু রে ।।
বার দিনের শিশু লইয়া রে ও ছোক্‌রা ঘুরছি বনে বনে রে
আমার ছোক্‌রা বন্ধু রে ।।
আগে যদি জানতাম বন্ধু রে যাইবা ছাড়িয়া রে
আমার ছোক্‌রা বন্ধু রে ॥
ফেলিয়া দিতাম বন্ধু রে ও বন্ধু বাঘের সম্মুখেরে
আমার ছোক্‌রা বন্ধু রে ॥

Taj Tahir Foundation

রহিম: কি বললে দিদি, কাকে বাঘের সম্মুখে ফেলে দিলে? দিদি গো, সত্যি করে বল, তোমার আমার পরিচয় কি?

রূপবান: তা আমি জানি না দাদা। আমি জানি শুধু আমার স্বপ্নের কথা।

রহিম: বল দিদি, তোমার স্বপ্নের কথা আমার নিকট বল।

রূপবান: একদিন আমি মাসীমার গৃহে স্বপ্নে দেখলাম নিবাসপুরে একাব্বর বাদশার বার দিনের ছেলের সঙ্গে উজিরের বার বৎসরের কন্যার বিবাহ বন্ধন, তারপর দুইজনের বনবাস হল।

রহিম: তারপর! তারপর দিদি!

রূপবান: তারপর ছেলেটিকে ফেলে মেয়েটি যেন কোথায় চলে গিয়েছে। আমার মনে হয় সেই ছেলে তুমি। মাসীমা তোমায় কুড়িয়ে পেয়েছে।

রহিম: কি বললে দিদি, মাসীমা আমায় কুড়িয়ে পেয়েছে? আমি কি এমনি হতভাগা ছেলে যে, আমার বাপ-মা নেই? মাসী মা আমায় কুড়িয়ে পেয়েছে! দিদি গো, আমি না জেনে, না শুনে তোমার নিকট শত অপরাধ করেছি। তুমি আমায় ক্ষমা করে দিও। আচ্ছা দিদি, সত্যি করে বল তো তোমার বিবাহ হয়েছে নাকি? দুলাভাই নাম কি?

রূপবান: রামের বামে নহে সে সীতা, মহীর মধ্যে নিমের শেষ।

রহিম: তাহলে তো দিদি, রহিম আমারই নাম।

রূপবান: হাঁ ভাই।

Taj Tahir Foundation

চতুর্থ দৃশ্য

(মালিনী, রূপবান, রহিম আলাপ আলোচনা করছে, দারোয়ানের প্রবেশ)।

রূপবান : মাসী গো আজ বহুদিন পরে তোমাকে একটি কথা বলার জন্য প্রাণ আমার ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। যদি তুমি খুশী হয়ে অনুমতি দাও, তাহলে বলি।

মাঃ মাসী : আমার দুঃখের কি আছে মা, বল কি বলতে চাও।

(দারোয়ানের প্রবেশ)

দারোয়ান : ঘর মে কোন হ্যায় ?

মালিনী : কি সংবাদ দারোয়ান বাবা ?

দারোয়ান : উমর সুলতান কা হুকুম হ্যায়, তোম লোক ঘরমে জিতনা আদমী হ্যায়, ছব হামারা কয়েদ হো।

(ঘোড়াসহ সকলকে বন্দী করে নিয়ে গেল।)

[পট পরিবর্ত্তন]

(জহুরী নগর রাজদরবার। বাদশা ও মন্ত্রী উপবিষ্ট, দারোয়ানের প্রবেশ)

প্রহরী : বন্দেগী জাহাপনা (ভয়ে ভয়ে) আস্তাবল থেকে বলরাণী ঘোড়াটি চুরি হয়ে গেছে।

বাদশা : (ক্রোধান্বিত) কি বল্লে ; মন্ত্রীবর, কি করে ঘোড়া চুরি গেল ? এখনি রাজ্যে রাজ্যে ঘোড়ার খোঁজে লস্কর পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। ওঃ, আমার পুত্র গেল, পুত্রবধূ গেল, শেষ পর্যন্ত তাদের শেষ চিহ্ন ঘোড়াটি, তাও

চলে যাবে? না, না, না, এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না।

মন্ত্রী : শোন প্রহরী নজর। তোমরা এবং আরও কয়েকজন এখনি চলে যাও ঘোড়ার সন্ধানে। যেমন করেই হোক, সপ্তাহ মধ্যে ঘোড়ার খবর নিয়ে আসবে।

প্রহরী : যথা আজ্ঞা।

(প্রস্থান সালাম দারোয়ানের প্রবেশ)

দারোয়ান : বন্দেগী জাহাপনা, ঘোড়া কা খবর মিলা হ্যায়। বাদশা উমর সুলতান কা ফুল বাগিচা মে ঘোড়া মিল গিয়া। মেরা সাত কা সিপাই কো ওধার রাখকে যায় তো খবর দেনেকে লিয়ে আরাহা হ্যায়। আভি কিয়া হুকুম হ্যায়?

বাদশা : মন্ত্রীবর। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এখনই আপনি উমর সুলতানের রাজ্য আক্রমণ করুন। সৈন্য আপনি নিজেই পরিচালনা করবেন। উমর সুলতানকে স্বপরিবারে বন্দী করে দরবারে হাজির করবেন। (উত্তেজিত ও পায়চারী) উমর সুলতান, দেখি কত সাহস তোমার। বিশ্বাসঘাতক! পর পর আমার হাতে তিনবার বন্দী হয়ে, আমাকে কর দিবে বলে স্বীকার করে গেলে, কর দেওয়া দূরে থাক, আবার আমার ঘোড়া চুরি : তোমার রক্ষা নেই; এবার তোমার রক্ষা নেই।

(প্রস্থান)

Taj Tahir Foundation

পঞ্চম দৃশ্য

(উমর সুলতানের বাড়ী ঃ উমর সুলতান ও দুই তিন জন সৈন্যসহ মোঃ উজিরের প্রবেশ)

সৈন্য ঃ জনাব এটিই বাদশা উমর সুলতানের বাড়ী। একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় আছে! এই আমাদের সুযোগ। এই সুযোগে আমরা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করব।

মোঃ উজির ঃ উত্তম কথা বলছ, আমরা যেয়ে ঠিক অতর্কিতে আক্রমণ করব। (সকলের প্রবেশ)

উমর সুলতান ঃ আপনারা কি করে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছেন, কি চান আপনারা ? এই কে আ'ছিস ?

মোঃ উজির ঃ আর কাউকেও ডাকতে হবে না। দ্বারে এখন আমার প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে, ঘোড়া চুরির অপরাধে আপনি আমার বন্দী।

উমর সুলতান ঃ অরক্ষিত অবস্থায় রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে পেরেছেন বলে স্পর্ধা আপনার বেড়ে গেছে। উমর সুলতান কাপুরুষ নয় যে বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করবে।

মোঃ উজির ঃ উত্তম। তবে এখনই বীরত্বের পরিচয় হউক।

উমর সুলতান ঃ উত্তম। বিলম্ব সহে না আর করিতে সমর।

মন্ত্রী ঃ পিপীলিকার পাখা হয় মরিবার তরে, ধর অস্ত্র। (উভয়ে যুদ্ধে লিপ্ত। কতক্ষণ পরে উজিরের তরবারীর আঘাতে উমর সুলতানের তরবারী পড়ে যাবে, উজির সুলতানের বক্ষে তরবারী স্পর্শ করে) বন্দী কর সালাম, বন্দী কর।

Taj Tahir Foundation

ছালাম দাঃ ঃ (বন্দী করিল) হুজুর ছাহাব বাদশা নামদার কা ইয়ে হুকুম হ্যায় ছবকো লে যানে কি লিয়ে। (অন্য একজন সৈন্যকে) পাকড়ো। হাম জাতা হ্যায় কয়েদ খানা মে। ওধার জিসি কো মিলতা, সবকো লে আও, কিসি কো নেহি ছোড়েগা। (উমর সুলতান, রহিম, মাষ্টার, মালিনী, রূপবান সকলকে বন্দী করে ঘোড়াসহ জহুরী নগরে উপস্থিত করল।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(জহুরী নগর রাজদরবার। বাদশা উপবিষ্ট। মন্ত্রীর প্রবেশ। উমর সুলতান, মালিনী, রহিম, রূপবান, কাঁজল কন্যা।)

মন্ত্রী ঃ আচ্ছালামু আলাইকুম।

বাদশা ঃ (দণ্ডায়মান) ওয়া আলাইকুমু সালাম, কি সংবাদ মন্ত্রীবর!

মন্ত্রী ঃ আপনার আদেশ পালন করেছি। বাদশা উমর সুলতান ও অন্যান্য সকলকে বন্দী করে নিয়ে এসেছি।

মালিনী ঃ খোদাবন্দ! আমি কিছুই জানি না, আমার বোনঝি জানে।

বাদশা ঃ কে সে?

মালিনী ঃ আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

বাদশা ঃ তুমি কি জান মা? কি করে আমার পুত্র ও পুত্রবধূর শেষ চিহ্ন এমন শক্তিশালী ঘোড়া তোমাদের বাড়ীতে গেল?

রূপবান ঃ যদি আমিই আপনার সে হতভাগিনী পুত্রবধূ হই?

Taj Tahir Foundation

বাদশা ঃ (উত্তেজিত) না, না, না, আমার বিশ্বাস হয় না! যদি পার, তার উপযুক্ত প্রমাণ দাও। বল, বল মা, কি নাম তোমার? কে তোমার শ্বশুর? জনকের নামই বা কি? কি নাম তোমার পতির, শীঘ্র করে বল!

গান

রূপবান ঃ আমার নামটি রূপবান কন্যা গো, ও আব্বা পতির নাম
রহিম গো, শোনেন আব্বা আব্বা গো ॥
জহুরী নগরে ঘর গো ও আব্বা নেকবর বাদশা শ্বশুর গো
শোনেন আব্বা আব্বা গো ॥
মোহাম্মদ উজির নাম গো, ও আব্বা জনক আমার গো
শোনেন আব্বা আব্বা গো ॥
বার দিনের পতির সনে গো, ও আব্বা আমার হইল বিয়া
গো, শোনেন আব্বা আব্বা গো ॥
শিশু স্বামী নিয়া গো, ও আব্বা গেছি পলাইয়া গো
শোনেন আব্বা আব্বা গো ॥

বাদশা ঃ কে? রহিম এসেছিস! আয় বাবা আয় আমার বুকে! (রহিমকে কোলে নিল) বাবা তোর মা তোর জন্য কেঁদে কেঁদে প্রায় পাগল হয়ে গেছে। (রহিম কোল থেকে নেমে মা মা বলতে বলতে দৌড়ে প্রস্থান।)

রহিম ঃ মা মা, আমার মা কোথায়?

রাণী ঃ (রহিমকে কোলে নিয়ে রাণীর প্রবেশ) কোথায় আমার পুত্রবধূ। মা তুমি কোথায়! এস আমার বুকে এস।

(টেনে বুকে নিল) মা, তুমি এত নিষ্ঠুর। এমন করে ভুলে থাকতে আছে? (বাম দিকে রূপবান ও ডানদিকে রহিমকে নিয়ে দণ্ডায়মান সকলেই দণ্ডায়মান,

গান

কাজল : ওগো বাদশা নামদার
চাই সুবিচার ॥
রাজদরবারে যা কিছু আছে, তোমার কাছে করুণা যাচে
ওহে বাদশা নামদার
চাই সুবিচার।
আমার কিছু বলিবার আছে, আমি দোষী সকলের কাছে
দোষ নাই আর কাহার
চাই সুবিচার ॥

জাহাপনা : উপস্থিত কারও কোন আপরাধ নেই। সকল অপরাধে অপরাধী আমি। যত কিছু অঘটন ঘটেছে, তার জন্য আমিই দায়ী। (নতজানু হয়ে) আমার বিচার করুন জাহাপনা!

বাদশা : বৌমা, কে এই মেয়েটি, এ কি বলছে? আমি তো এর কিছুই বুঝতে পারছি না।

রূপবান : নাম তার কাঁজল কন্যা, উমর সুলতানের মেয়ে। মনে-প্রাণে ভালবাসে আমার স্বামীকে। এত সব শুনে আর কি হবে, যদি আপনার অনুমতি পেতাম, তাহলে আমার ভগ্নী হিসাবে আমার স্বামীর সেবার অধিকার তাকে…

Taj Tahir Foundation

বাদশা : তা আমি কি বলব মা, বাদশা উমর সুলতান যখন দরবারে উপস্থিত, তখন তাকে জিজ্ঞেস কর।

উমর সুলতান : আপনার পুত্রের সাথে কন্যার বিয়ে, এতো আমার পরম সৌভাগ্য। আমাকে আর জিজ্ঞেস করতে হবে না। আদেশ করুন জাহাপনা, আদেশ করুন।

বাদশা : বৌমা, আমি আদেশ করলাম, তোমার মনের আশা পূরণ কর। (উমর সুলতানকে) আসুন সুলতান, আপনার জন্যই আমার হারানো পুত্র ও পুত্রবধূকে ফিরে পেলাম (কোলাকুলি করল। রূপবান, কাঁজল কন্যা, রহিমের বাম পার্শ্বে বসল। বাদশা, রাণী, উমর সুলতান উভয়ের মাথায় হাত দিয়ে পর পর দোয়া করল। রহিমের মাতা পুত্রবধূ দুটিকে পাশে নিয়ে প্রস্থান। নেকবর বাদশার উমর সুলতানকে বামে ও মোহাম্মদ উজিরকে ডানে রেখে পাশাপাশি প্রস্থান।)

॥ যবনিকা পতন ॥

Taj Tahir Foundation

Taj Tahir Foundation

আমাদের এখানে পাবেন

বিশ্বনবীর চার সহচর	৪.০০	নতুন বউ	১.০০
মুসলিম সতী কাহিনী	৩.৫০	হারানো স্বপ্ন	১.০০
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি	৫.০০	বড় ঘরের ছেলে	১.৫০
আহুতি	৩.৫০	বড় ঘরের মেয়ে	১.৫০
হাসপাতাল	৩.০০	বেহেশতের মেওয়া	১.৫০
নতুন ভাবী	৩.০০	বড় পীরের জীবন চরিত	৩.০০
যৌবনে জোয়ার এল	৩.০০	খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি	১.০০
হেড মাষ্টার	৩.০০	হযরত আবুবকর	১.৫০
বিয়ের আগে ও পরে	৩.০০	হযরত ওমর	১.৫০
আধুনিক কাটিং ও সেলাই শিক্ষা	৩.০০	হযরত ওছমান	১.৫০
চলার পথে	২.৫০	হযরত আলী	১.৫০
অবশেষে	২.৫০	হযরত রহিমা	১.০০
মন মানে না	২.০০	হযরত খাদিজা	১.০০
যে যারে ভালবাসে	২.০০	হযরত আয়েশা	১.০০
সবার উপরে	২.০০	হযরত ফাতেমা	১.০০
শেষ উপহার	২.০০	তাপসী রাবেয়া	১.০০
ভুলের সমাধি	২.০০	মরুর কোলে হাজেরা	২.০০
মৃত্যুহীন দেশে	২.০০	হযরত মরিয়ম	১.৫০
মিলন পথে	২.০০	গুপ্ত ষড়যন্ত্র	১.০০
দুঃখের সংসার	২.০০	আধুনিক বাংলা গান (৪ খণ্ড)	
পরিবার নহে—কারাগার	২.৫০	প্রতি খণ্ড	১.০০
সতির পতি ভক্তি	২.০০	রান্না বান্না	.৭৫
ওগো বর ওগো বধূ	৪.০০	আমাদের বেতার নাটক	১.৫০
হযরত আদম	১.০০	হযরত নূহ	১.০০

গল্প শোন : মজার গল্প শোন : উল্টো রাজার দেশে : রূপ কাহিনী : রূপকথা : প্রতিখণ্ড ১.০০ রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা : আপন দুলাল : বিষাদ সিন্ধু : খোরশেদ আলম ও ফিরোজা কন্যা : ছয়ফল মুলক ও শামারোখ : গুনাই বিবি (নাটক) প্রতিকপি ১.৫০

বিশেষ দ্রষ্টব্য : যোগা যোগ করুন।

তাজমহল বুক ডিপো : ৭১, ইসলামপুর রোড, ঢাকা-১

কভার মুদ্রণে : মানিকগঞ্জ প্রিন্টিং প্রেস ৩১/৩, অশোক লেন, ঢাকা—১

Taj Tahir Foundation